بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড- 11 / সংখ্যা-37-38

বাৎসরিক সাব্‌সক্রিপশন ৬০০ টাকা

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

www.akhbarbadr.in

বৃহস্পতিবার 10-17 Sep 2026 27 রবিউল আওয়াল-6 রবিউস সানি 1448 A.H

মহান আল্লাহ্‌র বাণী
ইয়াকিন ও মারেফাত

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّکَ وَ کُنۡ مِّنَ السّٰجِدِیۡنَ ﴿۹۹﴾ وَ اعۡبُدۡ رَبَّکَ حَتّٰی یَاۡتِیَکَ الۡیَقِیۡنُ ﴿۱۰۰﴾

(الحجر:99-100)

অনুবাদ: অতএব, তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

এবং তুমি তোমার উপর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার প্রভুর ইবাদত করিতে থাক।

[সুরা হিজর, আয়াত: ৯৯-১০০]

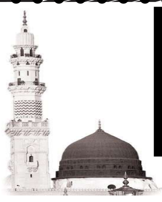

মহানবী (সা.)-এর বাণী

“তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দোয়া করো যে, তোমাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হবে।

عَنۡ عُمَرَ بۡنِ الۡخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُوۡلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ "لَوۡ أَنَّکُمۡ کُنۡتُمۡ تَوَکَّلُوۡنَ عَلَی اللّٰہِ حَقَّ تَوَکُّلِہٖ لَرُزِقۡتُمۡ کَمَا تُرۡزَقُ الطَّیۡرُ تَغۡدُوۡ خِمَاصًا وَتَرُوۡحُ بِطَانًا

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যদি তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করো যেভাবে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করার হক, তাহলে তোমাদের তেমনভাবেই রিযিক দেওয়া হবে যেমন পাখিদের দেওয়া হয়-তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরা অবস্থায় ফিরে আসে।”

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ]

عَنۡ أَبِیۡ هُرَیۡرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوۡلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ: "اُدۡعُوا اللّٰہَ وَأَنۡتُمۡ مُوۡقِنُوۡنَ بِالۡإِجَابَةِ، وَاعۡلَمُوۡا أَنَّ اللّٰہَ لَا یَسۡتَجِیۡبُ دُعَاءً مِنۡ قَلۡبٍ غَافِلٍ لَاہٍ"

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দোয়া করো যে, তোমাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হবে। আর ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তা’আলা এমন দোয়া কবুল করেন না যা অমনোযোগীতা ও উদাসীনতার সাথে, গাফিলতি ও অনর্থক কাজে মগ্ন অন্তর থেকে করা হয়।”

[সুনানে তিরমিযী/কিতাবুদ দাওয়াত আন রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম/ হাদীস: ৩৪৭৯]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমলের দুর্বলতা এবং তাকওয়ার দুর্বলতার যত রোগ দেখা যায়, তার সবকিছুর মূল কারণ হলো মারিফাতের দুর্বলতা।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন:

”ঈমান মজবুত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ঈমান ছাড়া আমল মৃতের মতো হয়ে যায়। ঈমান থাকলে মানুষ সেই মারিফাত লাভ করে, যার দ্বারা সে আকাশের দিকে উর্ধ্বগমন করে; আর যদি তা না থাকে তবে না বরকত লাভ হয়, না আনন্দ লাভ হয়। আল্লাহকে দেখার পর যখন কোনো আমল করা হয়, তখন সেই আমলের যে মর্যাদা হবে, তা কি অন্য কারো আমলের সমান হতে পারে? কখনোই না। আমলের দুর্বলতা এবং তাকওয়ার দুর্বলতার যত রোগ দেখা যায়, তার সবকিছুর মূল কারণ হলো মারিফাতের দুর্বলতা। একটি পোকারও যখন পরিচয় (মারিফাত) থাকে, তখন মানুষ তা থেকে ভয় পায়; তাহলে আল্লাহর মারিফাত থাকলে তাঁকে কেন ভয় করবে না? সংক্ষেপে, মারিফাতের অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমি দেখছি যে যদিও আমাদের জামাত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এখনো কেবল খোসাই বাড়ছে; যদি মগজ (সারবস্তু) বৃদ্ধি পেত তবে তো একটা কথা হতো। বারবার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী এক পবিত্র শক্তি (কুওওয়াতে কুদসিয়া) ছিল যে, তাঁর প্রতি ঈমান এনে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) একবারেই দুনিয়ার ফয়সালা করে দিয়েছিলেন। প্রাণের চেয়ে বড় জিনিস আর কী হতে পারে-তাঁরা নিজেদের রক্ত দিয়ে দ্বীনের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এখন মানুষ বাইয়াত করে, কিন্তু দেখা যায় যে সাথে সাথে গোপন দুনিয়াবি উদ্দেশ্যও নিয়ে আসে- যেন অমুক দুনিয়াবি কাজ হয়ে যায়, এটা হয়ে যাক। এটা সত্য যে, যে ব্যক্তি মুমিন হয়ে যায়, আল্লাহ তা’আলা তার জন্য প্রতিটি কঠিন বিষয় সহজ করে দেন; কিন্তু সবার আগে মারিফাত প্রয়োজন, তারপর আল্লাহ তা’আলা নিজেই তার প্রতিটি প্রয়োজনের দায়িত্বগ্রহণকারী হয়ে যাবেন।” (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২২-২২৩)

তফসীরে কবীর

ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস) ও মারেফ (খোদার পরিচয়)-এর প্রকৃত তাৎপর্য

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা আল হিজরের এই আয়াত- وَاعۡبُدۡ رَبَّکَ حَتّٰی یَاۡتِیَکَ الۡیَقِیۡنُ “আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকো, যতক্ষণ না তোমার কাছে ইয়াকীন এসে পৌঁছে-এর তাফসিরে বলেন:

“এখানে ‘ইয়াকীন’-এর অর্থ মৃত্যু। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন, এখন তুমি মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ইবাদতে নিয়োজিত থাকো। অর্থাৎ ইসলামের যে উন্নতি হবে, তাতে এখন আর কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না। আর তুমি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তোমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ্যে আল্লাহ্ তা’আলার ইবাদত করতে পারবে। আর যারা বর্তমানে তোমার ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করছে, আল্লাহ্ তা’আলা তাদের এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন যে, ইবাদতের স্বাধীনতার দিক থেকে তোমার সমগ্র জীবন স্বস্তি ও প্রশান্তির মধ্যে অতিবাহিত হবে।

এখানে ‘ইয়াকীন’-এর প্রচলিত অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, যে সময়ের আগমনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেই সময় পর্যন্ত বিশেষভাবে ইবাদতে মশগুল থাকো। যেন শাস্তি অথবা সেই সময়ের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পাওয়ার নামই ‘ইয়াকীন’ রাখা হয়েছে; কারণ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার পূর্ণ বাস্তবতা প্রকাশ পায় না। অতএব বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তখন বিশেষভাবে দোয়া ও ইবাদতে নিয়োজিত হওয়া উচিত, যাতে সেই প্রতিশ্রুতি সব ধরনের কল্যাণের সঙ্গে পূর্ণ হয়।

এর অর্থ এই নয় যে, অন্য দিনগুলোতে ইবাদত ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। কারণ যখন এই আয়াত নাজিল হয়েছিল, তখনও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবাদত করতেন। সুতরাং এর অর্থ হলো, স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অধিক ইবাদত এবং অধিক মনোযোগের সঙ্গে ইবাদত করা।

কিছু অজ্ঞ বিদআতী এই আয়াতের অর্থ এভাবে গ্রহণ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াকীন অর্জিত না হয় ততক্ষণ ইবাদত ফরজ; কিন্তু যখন ইয়াকীন অর্জিত হয়ে যাবে, তখন আর ইবাদত করতে হবে না। কারণ আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেন, ‘ইয়াকীন অর্জিত হওয়া পর্যন্ত ইবাদত কর।’ এই অজ্ঞ ব্যক্তিরা জানে না যে, এভাবে তারা হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আক্রমণ করে। অর্থাৎ তারা যেন এ কথা বলে যে, এই সূরা নাজিল হওয়ার সময় পর্যন্ত তাঁর পূর্ণ ইয়াকীন অর্জিত হয়নি। যদি হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়ত লাভের পরও ইয়াকীন অর্জন না করে থাকেন, তাহলে এই নীচ লোকদের কীভাবে ইয়াকীন অর্জিত হতে পারে? আমরা আল্লাহ্‌র কাছে এইসব কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

একবার আমার কাছে এমনই একজন ব্যক্তি এসেছিল এবং প্রশ্ন করেছিল যে, নৌকার আরোহী যখন তীরে পৌঁছে যায়, তখন সে কি নৌকার মধ্যেই বসে থাকবে, নাকি নৌকা থেকে নেমে আসবে? আমি বললাম, যদি নদী সীমাবদ্ধ হয় এবং তার একটি তীর থাকে, তাহলে সে তীরে নেমে আসবে। কিন্তু যদি নদী সীমাহীন হয়, তাহলে সে যেটিকে তীর মনে করছে, সেটি তার নিজের বুদ্ধির প্রতারণা মাত্র। সুতরাং সে যেখানে নামবে, সেখানেই ডুবে যাবে। এ কথা শুনে সে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল।”(তাফসিরে কবীর, পৃষ্ঠা ৩৭৫, খণ্ড ৫)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ সম্পাদকীয়

২০২৬ সালের জলসা সালানা ও এর গুরুত্ব

পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, এ বছর সাইয়্যেদনা হযরত আকদাস আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শক্তিশালী সাহায্যকারী হোন, তাঁর অনুমোদনক্রমে কাদিয়ান দারুল আমানে ১৩১তম জলসা সালানা ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই জলসা অনুষ্ঠিত হতে আর মাত্র পাঁচ মাস সময় অবশিষ্ট রয়েছে। সেই হিসেবে এখনই জলসায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করার সময় এসেছে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৯১ সালে যখন এই জলসার ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন তিনি এই জলসাকে বয়'আতের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের একটি মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বলেন:

(১) **বয়'আতের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জলসা প্রতিষ্ঠা**

"সকল নিষ্ঠাবান ও এই জামা'তে বয়'আত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশ্য হোক যে, বয়'আত করার উদ্দেশ্য হলো–যেন পার্থিব জীবনের ভালোবাসা শীতল হয়ে যায় এবং নিজ পরম দয়ালু প্রভু ও সম্মানিত রাসুলের ভালোবাসা হৃদয়ের ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং এমন এক বিচ্ছিন্নতার অবস্থা সৃষ্টি হয়, যার কারণে পরকালীন যাত্রা অপছন্দনীয় মনে না হয়।

কিন্তু এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সান্নিধ্যে থাকা এবং নিজের জীবনের একটি অংশ এই পথে ব্যয় করা আবশ্যক, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে কোনো নিশ্চিত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অলসতা দূর হয়ে যায় এবং পূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে স্বাদ, আগ্রহ ও প্রেমের উদ্দীপনা জন্ম নেয়। সুতরাং এ বিষয়ের জন্য সর্বদা চিন্তা করা এবং দোয়া করা উচিত, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা এই তাওফিক দান করেন। আর যতদিন এই তাওফিক অর্জিত না হয়, ততদিন সময়ে সময়ে অবশ্যই সাক্ষাৎ করা উচিত। কারণ, বয়'আতের জামা'তে প্রবেশ করার পর আবার সাক্ষাতের কোনো পরোয়া না করা এমন বয়'আত হবে যা সম্পূর্ণরূপে বরকতহীন এবং কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

আর যেহেতু প্রত্যেকের জন্য স্বভাবগত দুর্বলতা, সামর্থ্যের স্বল্পতা অথবা দূরত্বের কারণে সান্নিধ্যে এসে থাকা কিংবা বছরে কয়েকবার কষ্ট স্বীকার করে সাক্ষাতের জন্য আসা সম্ভবপর নয়। কারণ অধিকাংশ হৃদয়ে এখনো এমন তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি যে, সাক্ষাতের জন্য তারা বড় বড় কষ্ট ও বিপদ নিজেদের ওপর গ্রহণ করবে। অতএব, কল্যাণকর ও উপযোগী মনে হয় যে, বছরে তিন দিন এমন একটি জলসার জন্য নির্ধারণ করা হোক, যাতে সকল নিষ্ঠাবান ব্যক্তি, যদি আল্লাহ্ তা'আলা চান এবং সুস্থতা, অবসর ও কোনো শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতা না থাকার শর্তে, নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হতে পারেন।"

(২) **জলসার উদ্দেশ্য–আধ্যাত্মিক বিষয় শোনা ও যুগ–ইমামের দোয়ায় অংশগ্রহণ**

অতঃপর জলসার উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন:

"যতদূর সম্ভব সকল বন্ধুর শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ শোনার জন্য এবং দোয়ায় শরিক হওয়ার জন্য এই তারিখে এসে উপস্থিত হওয়া উচিত। আর এই জলসায় এমন সব সত্য ও জ্ঞানগর্ভ বিষয় শোনানোর ব্যবস্থা থাকবে, যা ঈমান, বিশ্বাস ও মারেফাতের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। এছাড়াও এসব বন্ধুদের জন্য বিশেষ দোয়া ও বিশেষ মনোযোগ থাকবে এবং যতদূর সম্ভব পরম দয়ালু আল্লাহর দরবারে চেষ্টা করা হবে, যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন, নিজের জন্য গ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেন।"

(৩) **নতুন ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ**

অনুরূপভাবে তিনি (আ.) বলেন: "এই জলসাগুলোর একটি সাময়িক উপকার এও হবে যে, প্রতি বছর এই জামা'তে যত নতুন ভাই প্রবেশ করবেন, তাঁরা নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পূর্ববর্তী ভাইদের মুখ দেখতে পাবেন এবং পরিচিতি হওয়ার ফলে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও পরিচয়ের সম্পর্ক ক্রমশ উন্নত হতে থাকবে।"

(৪) ইন্তেকালকারী ভাইদের জন্য দোয়া

"এই সময়ের মধ্যে যে সব ভাই এই নশ্বর পৃথিবী থেকে ইন্তেকাল করবেন, এই জলসায় তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হবে।"

জলসার মর্যাদা ও গুরুত্ব

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এই জলসার যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করেছেন, তার ফলে এতে অংশগ্রহণের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন:

"এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলোর মতো মনে করবেন না। এটি এমন একটি বিষয়, যার ভিত্তি সত্যের পূর্ণ সমর্থন এবং ইসলামের কালেমাকে সমুন্নত করার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর ভিত্তিপ্রস্তর আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে স্থাপন করেছেন এবং এর জন্য জাতিসমূহকে প্রস্তুত করেছেন, যারা অচিরেই এর সঙ্গে মিলিত হবে। কারণ এটি সেই সর্বশক্তিমানের কাজ, যার সামনে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।"

(ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর ১৮৯১)

এখানে এই বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহর নির্দেশে সেই বছরই এই জলসার সূচনা করেছিলেন, যে বছর তিনি মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করেছিলেন এবং সারা দেশে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। ভারতের বিভিন্ন মতাদর্শের বড় বড় মাওলানা তাঁর বিরুদ্ধে কুফরের ফতোয়া দিচ্ছিলেন এবং তাঁকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ফতোয়া প্রদান করছিলেন।

এমন পরিস্থিতিতে, যখন তিনি এমন একটি দাবি করেছিলেন যা মুসলমানদের প্রচলিত হযরত মসীহ্–এর জীবিত থাকার আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, বাহ্যিকভাবে এটাই মনে হওয়ার কথা ছিল যে, মানুষ কাদিয়ানে একত্রিত হবে না। কিন্তু তীব্র বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ১৮৯১ সালের যে জলসা কাদিয়ানের মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে পঁচাত্তরজন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই জলসায় অংশগ্রহণকারী সৌভাগ্যবান সাহাবিদের তালিকা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'আসমানি ফয়সালা'–তে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এরপরও তীব্র বিরোধিতা, বাধা, নির্যাতন এবং মসজিদ থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার মতো ঘটনা সত্ত্বেও ১৮৯২ সালের জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল পাঁচশত। তাঁদের মধ্যে কাদিয়ানের বাইরে দূরদূরান্ত থেকে আগত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল তিনশত পঁচিশ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই তালিকাটিও তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম'–এ লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বিরোধিতার ঝড়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া এই নৌযান কতটা সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলছিল।

১৯০৮ সালে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর পবিত্র জীবনের শেষ জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা দুই হাজারে পৌঁছেছিল। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বছর বছর কীভাবে আল্লাহ্ তা'আলা এই জামা'তকে উন্নতি দান করে গেছেন।

১৯০৮ সালে খিলাফতে আহমদিয়ার প্রথম জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। বিরোধীরা কুফরের ফতোয়া প্রদান করে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর ইন্তেকালের কারণে মনে করেছিল যে, এই জামা'ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ মাত্র এক বছরের মধ্যে এই আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত জলসায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এক হাজার বৃদ্ধি করে দিলেন।

খিলাফতে সানিয়ার প্রথম বছর ১৯১৪ সালে জলসার উপস্থিতি ছিল ছয় হাজার। আর খিলাফতে সানিয়ার শেষ জলসায়, যা ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, উপস্থিতির সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি ছিল।

(আল–ফযল, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৬৫)

খিলাফতে সানিয়ার জলসাগুলোতে আহমদিয়াতের পতাকা উত্তোলন করা হতে লাগল এবং কাদিয়ান ও ভারত থেকে বেরিয়ে এসব জলসার উপস্থিতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বিশ্বের বহু দেশের প্রতিনিধিত্ব এসব জলসায় হতে শুরু করল।

খিলাফতে সালিসার শেষ জলসা, যা ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে আল্লাহর অনুগ্রহে উপস্থিতি ছিল দুই লক্ষ। জলসার অতিথিদের জন্য আধুনিক সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা হতে লাগল। রুটি তৈরির মেশিন স্থাপন করা হয়, যা আহমদি প্রকৌশলীরাই তৈরি করেছিলেন।

খিলাফতে সালিসার পর খিলাফতে রাবেয়ায় একদিকে যেমন ব্রিটেনে কেন্দ্রীয় জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই জলসার শাখা গড়ে উঠতে শুরু করে। সেখানে বিশাল বিস্তীর্ণ জমি ক্রয় করে জলসার মাঠ তৈরি করা হয়। আজ আপনারা দেখতে পারেন যে, কাদিয়ান ও রাবওয়া ছাড়াও ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা এবং আফ্রিকা ও দ্বীপপুঞ্জের বহু দেশে সকল ধরনের সুযোগ–সুবিধাসহ এমন বিশাল ও বিস্তৃত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যেখানে হাজার হাজার অতিথির অংশগ্রহণে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নিশ্চয়ই জলসা সালানা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর সত্যতা ও সত্যবাদিতার একটি অত্যন্ত বড় নিদর্শন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ভারতের আহমদিরা সৌভাগ্যবান যে, প্রতি বছর এই পবিত্র দারুল আমানের জলসায় অংশগ্রহণ করার তাওফিক লাভ করি। সেই স্থানে, যেখানে হযরত মসীহ্ পাক (আ.) এবং তাঁর সাহাবিরা অংশগ্রহণ করেছেন; যেখানে আহমদিয়াতের পবিত্র খলিফাগণ জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করে আসছেন; এবং যেখানে সেই পবিত্র স্থানসমূহ রয়েছে, যেখানে আল্লাহর মসীহ্ দিনরাত দোয়া করেছেন।

অতএব, এই সৌভাগ্যের জন্য গর্বিত হওয়ার পাশাপাশি আমাদের নিজেদের দায়িত্বও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এখন থেকেই নিজেদের এবং নিজেদের তত্ত্বাবধানে থাকা বন্ধুদের ২০২৬ সালের জলসা সালানায় অংশগ্রহণের জন্য সর্বাত্মকভাবে উদ্বুদ্ধ করা উচিত।

শেষাংশ ১১ পাতায়....

জুমআর খুতবা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ, দোয়া ও নিজ উম্মতের প্রতি অমূল্য উপদেশ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৭ জুলাই, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১৭ ওয়াফা, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আল্লাহ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তো এর পূর্বেই তার কল্যাণের জন্য অসংখ্য নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'লার এই কৃপা এবং বান্দাদের প্রতি এই আচরণ নিশ্চিতভাবেই এই দাবি করে যে, বান্দা যেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।

প্রত্যেক নবী তাঁর অনুসারীদের এই উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হও আর এই কৃতজ্ঞতার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আমাদের প্রভু ও মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) স্থাপন করেছেন। নিজের প্রতিটি কাজের মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর (সা.) কান্নাকাটি, আহাজারি এবং আল্লাহ তা'লার দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কাকুতি-মিনতি করতে দেখে যখন তাঁকে (সা.) জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনাকে তো আল্লাহ তা'লা সব ধরনের সফলতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আপনাকে সফলতা দানও করছেন, তাহলে এত আহাজারি কেন? তখন তিনি (সা.) বলেন, এসব পুরস্কারের কারণে আমি কি আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? বিনয়ের সাথে তাঁর দরবারে অবনত হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব না? [সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত তফসীর, হাদীস-৪৮৩৭]

প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে তিনি (সা.) নিজের কৃতজ্ঞতার বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, সেখানে তিনি (সা.) তাঁর উম্মতকেও কৃতজ্ঞ হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন, এর রীতি শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য দোয়া শিখিয়েছেন। আজ আমি তাঁর (সা.) সেই আদর্শ, দোয়া এবং উপদেশমালারই আলোচনা করব।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ঈমান দু'টি অংশের সমন্বয়ে গঠিত, অর্ধেক ধৈর্যের মাঝে এবং অর্ধেক কৃতজ্ঞতার মাঝে।

[আল জামি লি শোয়েবিল ঈমান, খণ্ড-১২,পৃ:১৯২-১৯৩]

মূলত ধৈর্যও তো কৃতজ্ঞতার দিকটিকেই তুলে ধরে, তাই যদি দেখা যায়, তবে বাস্তবে পরিপূর্ণ ঈমান এই কৃতজ্ঞতার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

হযরত সুহাইব (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুমিনের ব্যাপারটিও অদ্ভুত, তার সমস্ত বিষয়ই কল্যাণকর এবং মুমিন ছাড়া অন্য কারও ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। যদি তার কোনো আনন্দ লাভ হয় তবে সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং এটি তার জন্য কল্যাণকর, আর যদি তার কোনো কষ্ট হয় তবে সে ধৈর্য ধারণ করে, এটিও তার জন্য কল্যাণকর।

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যোহদ ওয়ার রিকাইক, হাদীস-৫৩০৪]

কল্যাণকর এই জন্য যে, আল্লাহ তা'লা বলেছেন, إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (সূরা আল-বাক্বারাহ্, ২:১৫৪) আল্লাহ তা'লা নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আর এরপর বলেছেন, وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ (সূরা আল-বাক্বারাহ্, ২:১৫৬) আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। সুতরাং যার সাথে আল্লাহ তা'লা রয়েছেন এবং যাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার জন্য এর চেয়ে বড় কল্যাণ আর কী হতে পারে! এই প্রকৃত ধৈর্যও তখনই সম্ভব, যখন মানুষ খোদা তা'লার সমস্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞ বান্দা হয়।

অতএব তাঁর (সা.) ছোট ছোট বাক্য এবং শব্দের মাঝেও প্রজ্ঞার ভান্ডার লুকিয়ে রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে আল্লাহ তা'লার প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না।

[জামি তিরমিযি, আবওয়াবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-১৯৫৪]

আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতার বিষয়টি তো রয়েছেই, বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার বিষয়েও তিনি (সা.) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আর যদি কৃতজ্ঞতার এই অনুভূতি ও চিন্তাধারা বিদ্যমান থাকে, তবে সমাজ এক সুন্দর দৃশ্য উপস্থাপন করবে এবং এটিই সেই প্রকৃত ইসলামি সমাজ, যা তিনি (সা.) সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

অতঃপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নুমান বিন বশীর (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, যে অল্পের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না, সে বেশির জন্যও কৃতজ্ঞ হয় না আর যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না, সে আল্লাহ তা'লারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না। আল্লাহর নিয়ামতের কথা উল্লেখ করাও এক প্রকারের শুকরিয়া আর তার উল্লেখ না করা হলো অকৃতজ্ঞতা। আর তিনি (সা.) বলেন যে, জামাত হলো রহমত আর বিভেদ হলো আযাব।

[মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড-৬, পৃ: ২৯৭, হাদীস-১৮৬৪০]

জামাতবদ্ধ থাকো, আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হও এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকো, তাহলেই তোমরা আল্লাহ তা'লার নিয়ামতরাজি থেকে অংশ পাবে। আর যদি বিভেদ সৃষ্টি করো, তোমাদের অন্তরগুলো যদি বিভক্ত থাকে, তবে তোমরা আল্লাহ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।

কত গভীরভাবে তিনি (সা.) কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দিয়েছেন! এ বিষয়ে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) কোনো এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করলে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, তুমি কেমন আছ? তখন সে বলত, আমি খুব ভালো আছি এবং আমি আল্লাহ তা'লার প্রশংসা করছি। তখন হুযূর (সা.) বলতেন, আল্লাহ তা'লা তোমাকে ভালোই রাখুন। একবার মহানবী (সা.) তার সাথে সাক্ষাতে একই প্রশ্ন করেন, তখন জবাবে সে বলে, যদি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তবে ভালো আছি। মহানবী (সা.) তখন চুপ থাকেন। সে নিবেদন করে, হে আল্লাহর নবী (সা.)! আপনি যখন জিজ্ঞেস করতেন এবং আমি উত্তর দিতাম, তখন আপনি এই দোয়া করতেন, অর্থাৎ যখন আমি বলতাম যে, আমি আল্লাহ তা'লার প্রশংসা করছি, তখন আপনি দোয়া দিতেন যে, আল্লাহ তা'লা তোমাকে ভালো রাখুন, কিন্তু আজ আপনি চুপ থেকেছেন। হুযূর (সা.) বলেন, আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম আর তুমি বলতে যে, আমি খুব ভালো আছি এবং আমি আল্লাহ তা'লার প্রশংসা করছি, তখন আমি তোমার জন্য দোয়া করতাম যেন আল্লাহ তা'লা তোমাকে ভালো রাখেন, আল্লাহ তা'লা তাঁর নিয়ামতরাজিতে তোমাকে আরও সমৃদ্ধ করুন। কিন্তু আজ তুমি বলেছ যে, যদি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। অর্থাৎ তুমি এই সন্দেহে পড়ে আছ যে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে তো ঠিক আছে 'আলহামদুলিল্লাহ', নয়তো আমার অবস্থা এতটাও ভালো নয় যে, আমি বলব আমি খুব ভালো আছি। মহানবী (সা.) বলেন যে, এ কারণে আমি চুপ থেকেছি।

[মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড-৪, পৃ: ৬১৮, হাদীস-১৩৫৭১]

তিনি (সা.) বলেন, তুমি সন্দেহে নিপতিত হয়ে গিয়েছিলে। তুমি আল্লাহ তা'লার ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করেছ। তাঁর (সা.) এটি মোটেও সহ্য হতো না যে, আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতার বিষয়ে কারও মনে সামান্যতম কোনো নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হোক।

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যার প্রতি কোনো সদাচরণ করা হয় আর সে তার সম্পাদনকারীকে বলে, 'জাযাকাল্লাহ' বা 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন, তবে সে প্রশংসার দায়িত্ব পালন করল।

[জামি তিরমিযি, আবওয়াবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-২০৩৫]

একইভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। রসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'লা যখন কোনো জাতিকে কল্যাণ ও বরকত দান করতে চান, তখন তাদের আয়ু বাড়িয়ে দেন এবং তাদের কৃতজ্ঞতার ইলহাম করেন, অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার তৌফিক দান করেন।

[কুনযুল উম্মাল, কিতাবুল ইখলাক, ২য় খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ: ১০৪, হাদীস-৬৪০৯]

সুতরাং জাতীয় উন্নতির জন্যও কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক, জামাতের উন্নতির জন্যও কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক এবং ব্যক্তিগত উন্নতির জন্যও কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা, নিজেদের মাঝে একে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা যার মাধ্যমে কোনো প্রকার উপকার লাভ হয়, তা অত্যন্ত জরুরি। আর এটিই জাতীয় ঐক্যের কারণ হয়ে থাকে।

অতঃপর কৃতজ্ঞতার সঠিক উপলব্ধি সৃষ্টির জন্য তিনি (সা.) অত্যন্ত চমৎকার যে উপদেশ দিয়েছেন, একটি রেওয়ায়েতে তার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে প্রায়ই বলতেন যে, তোমার কবিতাগুলোর কী হলো? অর্থাৎ কোনো কবিতা শোনাও। হযরত আয়েশার (রা.) কবিতা মুখস্থ ছিল, তিনি তা শোনাতেন। আমি নিবেদন করতাম, কোনটি বা কোন্ কবিতা? আমার তো অনেকগুলো মুখস্থ আছে। হুযূর (সা.) বলতেন, কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত কবিতা শোনাও। তখন আমি নিবেদন করতাম, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত, কবি বলেন: তুমি সেই দুর্বলের আশ্রয় হও, যার দুর্বলতা তোমাকে কোনো প্রতিদান দিতে পারবে না। একদিন তুমি দেখবে যে, এর ফলাফল প্রকাশ পাবে।

কেবল প্রতিদানের আশায় আশ্রয় হয়ো না, বরং তার আশ্রয় হও যে তোমাকে কোনো প্রতিদান দেবে না, আর এরপর তুমি দেখবে যে, এর ফলাফলও প্রকাশ পাবে। এটি কবি বলেছেন।

এরপর সেই দুর্বল (ব্যক্তি) কখনো না কখনো, হয় তোমাকে এর প্রতিদান দেবে অথবা তোমার প্রশংসা করবে। আর যে (ব্যক্তি) তোমার কৃত সেই অনুগ্রহের জন্য তোমার প্রশংসা করে, সে যেন সেই অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়ে দিল।

আলহামদুলিল্লাহ্, শুকরিয়া বলে দিলে সে এর মাধ্যমেও অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়ে দিল।"

এরপর সেই (কবিতার) পঙক্তিগুলোতেই তিনি [হযরত আয়েশা (রা.)] বর্ণনা করেন, 'যখন তুমি কোনো সম্মানিত ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সংকল্প করবে, তখন তুমি তার বন্ধকে তুচ্ছ ও দুর্বল পাবে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে এমনটি নয় যে, তুমি কোনো দুর্বল রশিতে হাত দিয়েছ, বরং তা এক মজবুত রশি। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা এর প্রতিদান দেবেন।' হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি যখন এসব পঙক্তি শোনাই, তখন মহানবী (সা.) বলেন, "হে আয়েশা! এটি একেবারে সঠিক। আমাকে জিবরাইল (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে (তাঁর) সৃষ্টিকুলকে যখন উঠাবেন, তখন নিজের এক বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'আমার এক বান্দা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিল। তুমি কি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলে?' তখন সে উত্তরে বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি জানতাম যে, এটি তোমার পক্ষ থেকেই অনুগ্রহ ছিল, এ কারণে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলাম। বান্দার তো করিনি, তবে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলাম।' তখন আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, 'যদি তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে থাকো, যার মাধ্যমে আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম, তবে তুমি আমার প্রতিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো নি।'

[কুনযুল উম্মাল, কিতাবুল ইখলাক, ২য় খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ: ২৯৭]

এক সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য এটি কতই না চমৎকার আমল বা অনুশীলন!

এরপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দোয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন গান্নাম আল-বায়াযী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম থেকে) উঠে এবং সে এই দোয়া করে যে, 'হে আল্লাহ্! আমার সাথে সকালে যে নিয়ামতই রয়েছে, তা তোমার পক্ষ থেকেই। তুমি এক। তোমার কোনো অংশীদার নেই। অতএব সকল প্রশংসা তোমার জন্য এবং তোমার জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা', তাহলে সে তার (সারা) দিনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আর যখন সে সন্ধ্যায় উপনীত হয় এবং এমনই বলে, তাহলে সে তার রাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।"

[সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৫০৭৩]

একইভাবে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তার হাত ধরেন এবং বলেন, 'হে মুআয! খোদার কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি।' এরপর বলেন, 'হে মুআয! আমি তোমাকে জোরালো উপদেশ দিচ্ছি যে, প্রত্যেক নামাযের পর এটি বলতে কখনো ভুলবে না যে, اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! তোমার যিক্র করার জন্য, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য এবং তোমার ইবাদতের সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য তুমি আমায় সাহায্য করো।'

[সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, হাদীস-১৫২২]

এরপর আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, আবু আল-আলা বিন আশ-শিখখীর (রা.) বনু হানযালা গোত্রের এক ব্যক্তির বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত শাদ্দাদ বিন অওস (রা.)-র সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি বলেন, 'আমি কি তোমাকে তা শিখাব না, যা মহানবী (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন? তা হলো, তুমি বলবে; 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রতিটি কাজে অবিচলতা প্রার্থনা করি এবং তোমার কাছে হিদায়েতের দৃঢ়তা প্রার্থনা করি। তোমার কাছে তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা (প্রকাশের শক্তি) প্রার্থনা করি এবং তোমার ইবাদতের সৌন্দর্য, তোমার কাছে সত্যভাষী জিহ্বা এবং প্রশান্ত অন্তর চাই। আমি তোমার আশ্রয় চাই সেই অনিষ্ট থেকে যা তুমি জানো, এবং তোমার কাছে সেই কল্যাণ যাচনা করি যা তুমি জানো। আর তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং সেই বিষয় থেকে, যা তুমি জানো, তা থেকেও ক্ষমা প্রার্থনা করি।' [অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছেও এবং জগতের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছেও, প্রতিটি এমন জিনিস যা মানুষকে উপকৃত করতে পারে।] 'তুমি নিশ্চয়ই অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞান রাখো।'

[জামি তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৪০৭]

কেননা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন, কে উপকারী আর কে নয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করা হয়েছে যে, হে আল্লাহ্! তুমিও সকল বিষয়ে আমার প্রতি কৃপা করো এবং তোমার সৃষ্ট এমন প্রতিটি জিনিষ যা আমার কল্যাণের জন্য, তাতেও আমার জন্য কল্যাণ নিহিত রাখো।'

এরপর একদিন মহানবী (সা.) একটি দোয়া শিখিয়েছেন। হযরত আবু সাঈদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি নিবেদন করে, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি নামাযে পড়তে পারি এমন কোন্ দোয়াটি সবচেয়ে উত্তম?' তিনি (সা.) বলেন, "তুমি বলো,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهٗ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهٗ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهٗ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ نَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ

'হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা কেবল তোমারই জন্য, সকল কৃতজ্ঞতা তোমারই জন্য, সকল রাজত্ব তোমারই জন্য এবং সকল সৃষ্টি তোমারই আর প্রতিটি বিষয় তোমার দিকেই ফিরে যায়। আমরা তোমার কাছে সকল প্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং সব ধরনের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই।"

[জামউল জোয়ামে, খণ্ড-১৫, পৃ:৫৭১-৫৭২, হাদীস-১৫২২২]

স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর নিজের দোয়ার উল্লেখ একটি বর্ণনায় এভাবে পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) নিজের দোয়ায় বলতেন, যার অনুবাদ হলো, "হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সাহায্য করো এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না। তুমি আমাকে জয়যুক্ত করো এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে জয়যুক্ত করো না। তুমি আমার অনুকূলে কৌশল করো এবং আমার বিপক্ষে কৌশল করো না। তুমি আমাকে হিদায়েত দান করো এবং আমার জন্য হিদায়েতকে সহজ করে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে, তার বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য করো। হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার কৃতজ্ঞ বান্দা বানাও, তোমার যিকিরকারী বানাও। তোমাকে ভয়কারী, তোমার আজ্ঞাবহ, তোমার অত্যধিক আনুগত্যকারী এবং তোমার প্রতি অত্যধিক বিনত হওয়ার তৌফিক দাও। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার তওবা কবুল করো এবং আমার পাপ মুছে দাও। আমার দোয়া কবুল করো এবং আমার যুক্তি-প্রমাণকে সুদৃঢ় করো। আমার অন্তরকে হিদায়েত দাও, আমার জিহ্বাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো এবং আমার অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূর করে দাও।" [সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, হাদীস-১৫১০]

যদিও তাঁর (সা.) বক্ষ ও অন্তর সবকিছু থেকে পরিস্কার ও পবিত্র ছিল এবং তিনি (সা.) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত ছিলেন, এই দোয়া তিনি (সা.) নিজের জন্য তো করতেনই, কিন্তু মূলত এই দোয়া তিনি (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন, আমার প্রত্যেক অনুসারীর এভাবে নিজের অন্তরকে পরিষ্কার রাখার জন্য দোয়া করা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যাচনা করা উচিত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "একটি দোয়া রয়েছে, যা আমি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে মুখস্থ করেছি, আমি তা কখনো বাদ দেই না এবং সেই দোয়াটির অনুবাদ হলো, 'হে আল্লাহ্! আমাকে এমন বানিয়ে দাও যেন আমি তোমার প্রতি অত্যধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, অধিক হারে তোমার যিকির করি, তোমার উপদেশের অনুসরণ করি এবং তোমার জোর তাগিদপূর্ণ নির্দেশাবলি স্মরণ রাখি।' [জামি তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৬০৪]

মানুষ যদি প্রতিদিন এই দোয়া করে, তাহলে তার মাঝে ভ্রান্ত চিন্তাধারাও সৃষ্টি হবে না, মানুষ কোনো ভুল কাজও করবে না, বরং সে তা-ই করবে যা করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো পরীক্ষাধীন বা বিপদগ্রস্ত মানুষকে দেখে আর এই দোয়া

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে খোদার বান্দাগণ! নিজেদের হৃদয়কে নির্মল কর ও অন্তরকে ধুয়ে ফেল। তোমরা কপটতা ও দ্বৈততা (দু'মুখী স্বভাব)- এর দ্বারা সবাইকে রাজী করতে পার কিন্তু এ স্বভাবের দ্বারা তোমরা খোদার ক্রোধকে উত্তেজিত করবে।

(রাযে হাকীকাত, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

করে, তাহলে সে সেই নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, আর দোয়ার শব্দগুলো হলো, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে সেই বিপদ থেকে নিরাপদে রেখেছেন যার মাধ্যমে তিনি তোমাকে পরীক্ষা করেছেন এবং আমাকে তোমার ওপর এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'

[কিতাবুশ শুকার, ইবনে উবাই, পৃ: ৫৫]

কাউকে কষ্টে নিপতিত দেখে এই দোয়াও করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা যে, তিনি আমাকে এসব কষ্ট থেকে নিরাপদে রেখেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন এমন কিছু দেখতেন যা তাঁর কাছে ভালো লাগত, তখন বলতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ অর্থাৎ, 'সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য, যাঁর কৃপায় সকল সৎকাজ পূর্ণতা লাভ করে।' আর যখন তিনি (সা.) এমন কিছু দেখতেন যা তিনি (সা.) অপছন্দ করতেন, তখন বলতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ অর্থাৎ, 'সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য।'

[সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৩৮০৩]

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলাম এবং আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। বর্ণনাকারী অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন, এমনকি তাঁর ওপর বৃষ্টি পড়তে লাগল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসুল (সা.)! আপনি এমনটি কেন করলেন? তিনি (সা.) বললেন, কারণ এটি তার সুমহান প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে সদ্য আগত।

[মুসলিম, কিতাবুস সালাতুল ইসতিসকা, হাদীস-১৪৮৫]

তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি এই ফোঁটাগুলো গায়ে লাগিয়ে নিলাম।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা মেঘ থেকে বর্ষিত হওয়া প্রথম ফোঁটার জন্য নিজেদের মাথা উন্মুক্ত করে দিতেন এবং রসুলুল্লাহ (সা.) বলতেন, এটি আমাদের মহান প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে সদ্য আগত এক নিয়ামত এবং এটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ।

[কুনযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৭, হাদীস-৪৯৩৬]

এমন কোনো মুহূর্ত ছিল না যেখানে তিনি (সা.) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন না, এমনকি বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত ছোটোখাটো বিষয়েও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেত।

হযরত মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন শৌচাগার থেকে বের হতেন তখন এই দোয়া করতেন, আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া আফানী। অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর– যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দুর করেছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করেছেন।

[সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুত তাহারত, হাদীস-৩০১]

হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সা.) হুদাইবিয়ায় আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন, যা রাতে বৃষ্টির পর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নামায শেষে তিনি মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো তোমাদের মহান প্রতিপালক-প্রভু কী বলেছেন? লোকেরা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'লা বলেছেন, আজ সকালে আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারী হয়েছে আবার কেউবা আমার অস্বীকারকারী। যে ব্যক্তি বলেছে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী। [সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৮৪৬]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এখনো নক্ষত্রকে পূজা করার মতো বিশ্বাস রাখে, সে আমার প্রতি ঈমান আনে নি।

সুতরাং কৃতজ্ঞতার প্রকৃত মানদণ্ড হলো– প্রতিটি বিষয়ে কেবল এবং কেবলই আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, কেননা তখনো কিছু মানুষের পূর্ণাঙ্গ তরবিয়ত হয় নি এবং তাদের ওপর পুরোনো কুসংস্কারের প্রভাব ছিল, তাদের ধর্মীয় রীতিনীতিরও প্রভাব ছিল, তাই তারা নক্ষত্র ইত্যাদির নাম নিত। তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে কৃতজ্ঞতার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়ে এভাবে তাদের তরবিয়ত করেন।

একটি রেওয়ায়েত আছে, জাফর ইবনে মুহাম্মদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (সা.) যখন আয়না দেখতেন তখন বলতেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর– যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার অবয়ব সুন্দর করেছেন, আর আমার চরিত্রকেও সুন্দর করেছেন এবং আমার মাঝে এমন সব বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন যা অন্যদের মধ্যে ত্রুটি হিসেবে দেখা যায়।

[কিতাবুশ শুকার ইবনে উবাই, পৃ:৫৪]

হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) যখন কোনো কিছু খেতেন বা পান করতেন তখন এভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন, আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মুসলিমীন। অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহর– যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন।

[জামি তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৪৫৭]

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন খাবার শেষ করতেন এবং একবার হযরত উমামা বললেন, যখন দস্তরখান উঠানো হতো, অর্থাৎ খাবার খাওয়া শেষ করতেন তখন তিনি বলতেন, আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাফানা ওয়া আরওয়ানা গাইরা মাখফিয়্যিন ওয়া লা মাকফুফ।

অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহর– যিনি আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে দিয়েছেন, পেট ভরে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন এবং এটি এমন কৃতজ্ঞতা নয় যা এখানেই শেষ, বরং এমন কৃতজ্ঞতা– যা কখনো অকৃতজ্ঞতায় রূপ নেবে না।

আবার কখনো মহানবী (সা.) বলতেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর– হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! এমন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন নয় যা এই আহারেই সমাপ্ত আর এমন নয় যা পুনরায় করা হবে না এবং এমন নয়, যার প্রয়োজন থাকবে না। [সহীহ বুখারী, কিতাবুল আতইমা, হাদীস-৫৪৫৯]

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে তিনি (সা.) একটি রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন। হযরত সাহাল বিন মু'আয বিন আনাস (রা.) তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি খাবার খেয়ে করে এই দোয়া করেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ । অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহর– যিনি আমাকে খাবার খাইয়েছেন, কোন শক্তিসামর্থ্য ছাড়াই আমাকে এ খাবার দিয়েছেন– তাহলে তার পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তিনি (সা.) আরো বলেন, যে ব্যক্তি পোশাক পরিধান করার সময় এই দোয়া পাঠ করে, সকল প্রশংসা আল্লাহর– যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন আর আমার কোন শক্তিসামর্থ্য ছাড়াই আমাকে এই পোশাক দান করেছেন তাহলে তার পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

[সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, হাদীস-৪০২৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি (রা.) বলেন, মানুষ যখন প্রথম বার (মৌসুমি) ফল দেখত তখন তা মহানবী (সা.)-এর জন্য নিয়ে আসত। মহানবী (সা.) যখন তা গ্রহণ করতেন তখন এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের ফলফলাদিতে বরকত দান করো এবং আমাদের জন্য আমাদের এই নগরীতে বরকত দান করো আর আমাদের জন্য আমাদের সা'তে অর্থাৎ এই পরিমাপক পাত্রে বরকত দান করো আর আমাদের জন্য আমাদের মুদে অর্থাৎ আন্য আরেকটি পরিমাপক পাত্রে বরকত দান কর। হে আল্লাহ্! নিশ্চয় ইবরাহীম তোমার বান্দা, তোমার বন্ধু এবং তোমার নবী ছিলেন আর আমি তোমার বান্দা ও তোমার নবী। আর তিনি (আ.) তোমার সমীপে মক্কার জন্য দোয়া করেছিলেন আর তাঁর (আ.) মতো আমিও তোমার সমীপে মদীনার জন্য দোয়া করছি যেভাবে তিনি (আ.) মক্কার জন্য করেছিলেন এবং এর মতো আরো অন্যান্যও। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা.) সবচেয়ে ছোটো শিশুকে ডেকে সেই ফল দিতেন। [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, হাদীস-২৪২৩]

যে ফলফলাদি আসত সবার আগে শিশুদেরকে দিতেন।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) রাতের বেলা যখন নিজ শয্যায় যেতেন তখন হাতের তালু গালের নীচে রেখে এই দোয়া করতেন, اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا । অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়েই মৃত্যুবরণ করি, বাঁচি।

আবার তিনি (সা.) জেগে এই দোয়া করতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ । অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহর– যিনি আমাকে মৃত্যুর পরে জীবিত করেছেন এবং তাঁরই সমীপে পুনরুত্থান।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৩১৪]

অন্য একটি রেওয়ায়েতে ঘুম থেকে জাগার দোয়া এভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) যখন রাতে ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর– যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তাঁর সমীপেই পুনারুত্থান। [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড-৭, পৃ: ৭০৫,হাদীস-২৩৬৭৫]

হযরত আমর বিন শুআইব (রা.) তার পিতার পক্ষ থেকে এবং তিনি (রা.) তার দাদার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা তাঁর বান্দাদের মাঝে তাঁর অনুগ্রহের চিহ্নের

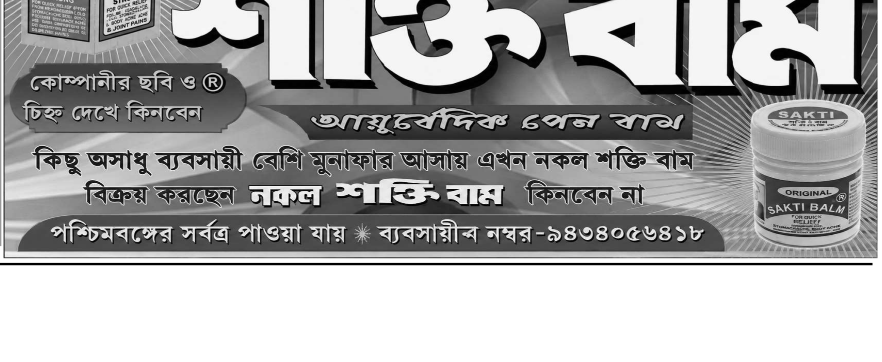

প্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন। [জামে তিরমিযি, আবওয়াবুল আদাব, হাদীস-২৮১৯]

এটিও আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের রীতি যে, তাঁর দেওয়া অনুগ্রহ যেন মানুষের মাঝে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত, মানুষের মাঝে প্রকাশ পাওয়া উচিত।

অনুরূপভাবে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবুল আওহাস (রা.) তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, আমি (একবার) মহানবী (সা.)-এর সামনে পরিত্যক্ত পোশাক পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হই অর্থাৎ পোশাক ভালো ছিল না, পোশাক জীর্ণশীর্ণ ছিল। তাই তিনি (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কি অর্থসম্পদ আছে? তিনি নিবেদন করেন। জি হ্যাঁ, তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কী পরিমাণ অর্থ? (তুমি) ধনী ব্যক্তি, তোমার কাছে কেমন অর্থসম্পদ আছে যে, তুমি বলো, আমার কাছে অর্থ আছে। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আল্লাহ তা'লা আমাকে উট, ছাগল-ভেড়া আর ঘোড়াও দিয়েছেন, আমাকে কৃতদাসও দান করেছেন। আমার অঢেল অর্থসম্পদ আছে। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'লা যখন তোমাকে সম্পদ দান করেছেন আর তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়ার আচরণও তোমার মাঝে প্রস্ফুটিত হওয়া উচিত। [সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, হাদীস-৪০৬৩]

তাই তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আর তাঁর কৃতজ্ঞতার বর্হিপ্রকাশ করার উপায় হলো, এই অপরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে আসবে না, এই ছেঁড়া কাপড় পরিধান করে আসবে না, ভালো কাপড় পরিধান করো, আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহরাজির প্রকাশ করো।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। তিনি (সা.) এমন এক ব্যক্তিকে দেখেন যার চুল উশকোখুশকো ছিল, অর্থাৎ এলোমেলো ছিল, সুন্দর পরিপাটি ছিল না, চিরুণী দিয়ে আঁচড়ানো ছিল না। তিনি (সা.) বললেন, সে তার চুল পরিপটি করার জন্য কোনো জিনিস কি পাচ্ছে না? (লোকটির) সঙ্গীদের বললেন, সে কেন তার চুল ধোয় না, পরিপাটি করে রাখে না আর আঁচড়ায় না? মহানবী (সা.) অপর এক ব্যক্তিকে দেখেন যে-ব্যক্তি ময়লা কাপড় পরিধান করা ছিল। তিনি (সা.) বললেন, সে কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য পানি পায় না?

[সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস,হাদীস-৪০৬২]

পানি তো পাওয়া যায়। ময়লা কাপড় পরিধানের পরিবর্তে কাপড় পরিষ্কার কর। আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও যেখানে পবিত্রতার দিকটি প্রকাশ করে, সেখানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়টিও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করা উচিত। এমন মুখাবয়ব বানিয়ে রাখা উচিত নয় যাতে লোকেরা বলবে- সে তার কী অবস্থা বানিয়ে রেখেছে!

অনুরূপভাবে একটি রেওয়ায়েত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না । এক ব্যক্তি বলল, মানুষ তো ভালো পোষাক আর ভালো জুতা পরা পছন্দ করে। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'লা অতিব সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। এতে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'লাও সুন্দর এবং আল্লাহ তা'লা সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। নিজেকে বড়ো মনে করার কারণে সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই হলো অহংকার।

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-১২৩]

সত্য কথাকে অস্বীকার করা এবং মানুষের সাথে তাচ্ছিল্যর আচরণ করা- এটি হলো অহংকার। উন্নত পোষাক পরিধান করে অহংকার করলে সেটি অহংকার হবে। কিন্তু উন্নত পোষাক পরিধান করে কেউ যদি অন্যদের সাথে বিনয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে করে এবং তাদের অধিকার প্রদান করে তবে এটি অহংকার নয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখনই কোনো নতুন পোষাক নিতেন/পরিধান করতেন- তা জামা হোক বা পাগড়ি, তখন আল্লাহর নাম নিতেন এবং এই দোয়া করতেন- হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য। তুমিই আমাকে এটি পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার কাছেই এর কল্যাণ যাচনা করছি এবং সেই কল্যাণ যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে আর আমি এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং সেই অনিষ্ট থেকে যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে।

[সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, হাদীস-৪০২০]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'লা কোনো বান্দাকে কোনো নেয়ামত দান করলে আর সে যদি জানতে পারে যে, এটি আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে আগত, তাহলে তার জন্য এই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা লিপিবব্ধ করা হয়। আর আল্লাহ তা'লা কোনো পাপের কারণে বান্দাকে অনুশোচনা করতে দেখলে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার পূর্বেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কেউ যদি দিনার দিয়ে কাপড় ক্রয় করে আর সেটি পরিধান করে এবং আল্লাহ তা'লার গুনকীর্তন করে তাহলে সেই কাপড় তার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

[কিতাবুশ শুকার ইবনে উবাই, পৃ: ২০]

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের সাথে আল্লাহ তা'লা এই আচরণ করে থাকেন।

হযরত সালেম হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখনই যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তিনি (সা.) যখন কোনো গিরিপথ বা উঁচু কোনো প্রান্তরে পোঁছাতেন তখন তিনি (সা.) তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর বলতেন,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ۔ لَهُ الۡمُلۡكُ وَلَهُ الۡحَمۡدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيۡرٌ۔ اٰئِبُوۡنَ تَائِبُوۡنَ

عَابِدُوۡنَ سَاجِدُوۡنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوۡنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعۡدَهٗ وَنَصَرَ عَبۡدَهٗ وَهَزَمَ الۡاَحۡزَابَ وَحۡدَهٗ۔

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুলি শাইয়িন কাদীর। আয়েবুনা তায়েবুনা আবেদুনা সাজেদুনা মির রাব্বিনা হামেদুন। সাদাকাল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আব্দাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।"

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো শরিক নেই। সমস্ত রাজত্ব একমাত্র তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমরা সফর থেকে ফিরছি, আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো স্বীকার করছি এবং অঙ্গীকার করছি যে, ভবিষ্যতে আমরা আর ভুল/অন্যায় করব না। আমরা শুধু আমাদের প্রভূরই ইবাদতকারী, শুধু আমাদের প্রভূর সামনেই মাথা নতকারী এবং শুধু আমাদের প্রভূরই প্রশংসা ও গুণকীর্তনকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সমস্ত বিরোধী দলকে একাই পরাজিত ও বিতাড়িত করেছেন।" [সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস-২৯৯৫]

বদর যুদ্ধের দিন কাফেরদের নিহতদের বদরের ময়দানের গর্ত ও কূপে নিক্ষেপ করা হয়। রসূলুল্লাহ (সা.) তখন বললেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আবু জাহলকে অপমানিত ও ধ্বংস করেছেন এবং আমাদেরকে তার থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" সব নিহতকে যখন কূপে ফেলা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) সেসব কূপের চারপাশে ঘুরছিলেন, যেখানে নিহতরা পড়ে ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) এক এক করে প্রতিটি ব্যক্তির নাম ধরে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানাচ্ছিলেন, আর রসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলছিলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার সঙ্গে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।" [কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১-১১২]

তাঁর (সা.) ঘাতক শত্রুর কর্মফলের শাস্তি ভোগের প্রতিক্রিয়ায় তিনি কোনো প্রকার বাহ্যিক আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করেননি; বরং আল্লাহর সামনে মাথা নত করেছেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

এ বিষয়ে আরও বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'বদর যুদ্ধের দিন আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম- 'আমি আবু জাহলকে হত্যা করেছি।' তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই আল্লাহর কসম খাচ্ছো, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সেই আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আমি তাকে হত্যা করেছি।' তিনি (সা.) এই কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং আমার কাছে সাক্ষ্য নিলেন। তারপর বললেন, 'আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ট! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত বিরোধী দলকে পরাজিত করেছেন।' অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, 'তার লাশ আমাকে দেখাও; আমার সঙ্গে চল।' অতঃপর আমরা রওনা হলাম। তিনি (সা.) যখন তাকে দেখলেন, তখন বললেন- 'এ হলো এই উম্মতের ফেরাউন।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসূলুল্লাহ (সা.)-কে যেদিন আবু জাহলের মৃত্যুর সুসংবাদ দেয়া হল, সেদিন তিনি দু' রাকাত নফল নামায পড়লেন।

এর আরও বিস্তারিত বিবরণ এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আবু ইসহাক (রা.) বলেন, বদরের দিন যখন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আবু জাহল নিহত হওয়ার সুসংবাদ বাহক এলো, তখন তিনি (সা.) তাকে তিনবার 'সেই আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'- 'তুমি কি সত্যিই তাকে মৃত দেখেছ?' সে তাঁর (সা.) সামনে শপথ করে বলে- হ্যাঁ। মহানবী (সা.) তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। কিছু বর্ণনায় দেখা যায়- তিনি (সা.) একের অধিক সিজদা করেছেন। [তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৯] [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৬, হাদীস-৪২৪৭] [সুনান ইবনে মাজা, কিতাব ইকামাতুস সালাহ, হাদীস-১৩৯১]

মক্কা বিজয়ের সময়ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বর্ণনা পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বাঘরের সিঁড়িতে দাঁড়ালেন, অতঃপর তিনি (সা.) আল্লাহ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন এবং বললেন,

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِيۡ صَدَقَ وَعۡدَهٗ وَنَصَرَ عَبۡدَهٗ وَهَزَمَ الۡاَحۡزَابَ وَحۡدَهٗ۔

অর্থাৎ: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সমস্ত শত্রুদলকে একাই পরাস্ত করেছেন।

[সুনান নিসাই, কিতাবুল কিসামা, হাদীস-৪৮০৩]

বুখারীর একটি রেওয়াতে রয়েছে, আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা বর্ণনা করেছেন, হযরত উম্মে হানী (রা.) ব্যতিত আমাদেরকে কেউ মহানবী (সা.)-কে 'চাশত'-এর নামায পড়তে দেখার কথা বর্ণনা করেন নি। 'চাশত'-এর নামায সম্পর্কেও যে সমস্ত রেওয়াত পাওয়া যায় এতে উম্মে হানি (রা.) ব্যতিত আর কারো রেওয়াত পাওয়া যায় না যে, তিনি (সা.) 'চাশত'-এর নামায পড়েছেন। সেই রেওয়াতটি এমন যে, তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন তার গৃহে প্রবেশ করেন এবং গোসল করেন ও আট রাকাত নামায পড়েন। তিনি (রা.) বলেন, আমি এরচেয়ে দ্রুতগতির নামায কখনো দেখি নি। খুব তড়িৎ নামায ছিল, কিন্তু তিনি (সা.) আট রাকাত পড়েন, আর তিনি (সা.) পুরোপুরি রুকু ও সিজদা করতেন।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুল তাহাজ্জুদ, হাদীস-১১৭৬]

এমন নয় যে, তাড়াহুড়ো করেছেন, তাঁর দ্রুতগতির নামাযও আমাদের দীর্ঘ নামাযের মতোই ছিল।

একজন জীবনীকার এই ঘটনাকে এই শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) আট রাকাত কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আদায় করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা সেদিন তাকে যা দান করেছিলেন সেটার কারণে।

[দালাইনুন নবুয়্যত লিল বাইহাকি, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৮০]

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, যখন তিনি (সা.) পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন তখন লোকেরা তাঁর সাক্ষাতের জন্য আসে। বিনয় ও কৃতজ্ঞতার আবেগের কারণে তাঁর মস্তক উঁটের কুঁজ স্পর্শ করছিল। তিনি (সা.) লোকদের মাঝে ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, আরবী..আল্লাহুম্মা ইন্নাল আয়শা আয়শুল আখিরাহ। হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে প্রকৃত জীবন পরকালের জীবন।

[সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড,পৃ: ২২৬]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এই শ্রেষ্ঠত্ব/মর্যাদা যা খোদা তা'লার বিশেষ বান্দাদের দেওয়া হয় সেটি বিনয় রূপে প্রদর্শিত হয়ে থাকে, অপরদিকে শয়তানের শ্রেষ্ঠত্ব অহংকার মিশ্রিত হয়ে থাকে।

লক্ষ্য কর! আমাদের নবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি সেভাবেই নিজের মস্তক অবনত করেছিলেন ও সিজদা করেছিলেন যেভাবে সেসব বিপদ ও কষ্টের দিনে মাথা ঝুঁকাতেন ও সিজদা করতেন যখন এই মক্কাতেই তাঁর সর্ব প্রকার বিরোধীতা করা হতো ও কষ্ট দেওয়া হতো। যখন তিনি (সা.) দেখলেন আমি কোন্ অবস্থায় এখান থেকে গিয়েছি ও কোন্ অবস্থায় এখন প্রত্যাবর্তন করেছি তখন তাঁর হৃদয় খোদার কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে গেল ও তিনি সিজদা করলেন।" [মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬০]

তাঁর দোয়ার উল্লেখ সহীহ মুসলিম-এর একটি রেওয়াতে পাওয়া যায়, বিদায় হজ্জের সময় যখন মহানবী (সা.) সাফা ও মারওয়া এর সাঈ করলেন অর্থাৎ, চক্কর লাগালেন অথবা সংকল্প করলেন, তখন তিনি (সা.) সাফা থেকে সূচনা করলেন এবং এতে আরোহন করলেন এমনকি বায়তুল্লাহ-কে দেখলেন ও কিবলার দিকে মুখ করলেন, আর আল্লাহ্র একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করে বললেন, আল্লাহ্ ব্যতিত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। সাম্রাজ্য তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান, আল্লাহ্ ভিন্ন ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন ও নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সেনাদলগুলোকে একাই বশীভূত করেছেন। এরপর তিনি (সা.) এর মধ্যবর্তী স্থানে (দুই পাহাড়ের) দোয়া করলেন। দোয়ার অবস্থায় তিনবার একইভাবে তিনি করলেন।

[সহীহ মুসলিম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১১৮, হাদীস-২১২৩]

হযরত আলী (রা.)-এর ইয়েমেনের হামদান গোত্রের সংবাদ দেওয়ার ব্যাপারে একটি রেওয়াত পাওয়া যায়। হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, যখন দশম হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ইয়েমেন অভিমুখে প্রেরণ করলেন এবং হামদানের পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন হযরত আলী (রা.) তাদের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ রসূলুল্লাহ (সা.)-কে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করলেন। যখন রসূলুল্লাহ (সা.) পত্র পাঠ করলেন তখন তিনি (সা.) সিজদাবনত হলেন এবং বললেন, হামদানের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হামদানের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। দুইবার তিনি (সা.) এ কথা বললেন।

[শারাহ যারকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪০, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২০৫]

মহানবী (সা.)-এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সিজদা করার ব্যাপারে আরো বিস্তারিত বিবরণ এভাবে পাওয়া যায়। হযরত আবু বাকরা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন আনন্দদায়ক কোন বিষয় মহানবী (সা.)-এর নিকট আসত অথবা যা তাঁর জন্য খুশির কারণ হত তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

[সুনান ইবনে মাজা, কিতাব ইকামাতুস সালাত, হাদীস-১৩৯৪]

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণিত অনুরূপ, (একটি হাদিস) মহানবী (সা.)-কে একটি উদ্দেশ্য পূরণের সুসংবাদ দেয়া হলে তিনি (সা.) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন।

[সুনান ইবনে মাজা, কিতাব ইকামাতুস সালাত, হাদীস-১৩৯২]

তাঁর (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের ফলে মুমিনদেরকে আল্লাহ্ তা'লা যে সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং এর প্রতিদান স্বরূপ তিনি (সা.) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে মান প্রদর্শন করেছেন তার উল্লেখ একটি বর্ণনায় এভাবে এসেছে- হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বাইরে পদার্পন করলেন এবং তাঁর সদকার স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর ভেতরে ফিরে এসে কিবলামুখি হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। আর অনেক দীর্ঘ সিজদা করেন। এমনকি আমি ধারণা করি আল্লাহ্ তা'লা সেই অবস্থাতেই তাঁর রূহ কবজ করে নিয়েছেন/তাঁকে মৃত্যু দিয়েছেন, আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলে তিনি (সা.) (সিজদা থেকে) মাথা উঠিয়ে বলেন, এখানে কে? আমি নিবেদন করি, আব্দুর রহমান! তিনি (সা.) বলেন- কী বিষয়? আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসুল (সা.)! আপনি এত দীর্ঘ সিজদা করছিলেন যে আমার আশংকা হচ্ছিল- হয়তো এই অবস্থাতেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ আপনার রূহ্ কবজ করে নিয়েছেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, জিব্রাঈল (আ.) আমার কাছে এসে আমাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে আমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ করব আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে আমিও তার প্রতি শান্তি বর্ষণ করব। এ কারণে আমি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে সিজদা করেছিলাম।

[মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫১২-৫১৩]

আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ সেই সিজদাটি এত দীর্ঘ হয়েছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহ্র রসুল (সা.)-কে দেখেছেন, তাঁর (সা.)-এর নিকট একজন সুসংবাদদাতা আসেন যিনি তাঁকে শত্রুদলের বিরুদ্ধে তাঁর (সা.)-এর সেনা দলের বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করছিলেন, সেই সময় তাঁর (সা.) পবিত্র শির হযরত আয়েশা (রা.)-এর কোলে ছিল। তিনি (সা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২০৫]

একটি বর্ণনা রয়েছে, আমর বিন শুআয়েব তাঁর পিতা এবং তিনি তার দাদার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রা.) রসূলে করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন- এমন দুটি গুণ বা বৈশিষ্ট রয়েছে যা যে ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যায় আল্লাহ্ তা'লা তাকে চরম ধৈর্যশীল এবং পরম কৃতজ্ঞ হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। আর যার মাঝে এই দুটি (বৈশিষ্ট) নেই আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন না। প্রথমটি হলো: ধর্মীয় বিষয়ে নিজের চেয়ে উন্নত বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে এবং তার অনুসরণ করে। ধর্মীয় বিষয়ে নিজের থেকে উন্নত বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে এবং তার অনুসরণ করে তার সমকক্ষ হবে, তখন সে চরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ হবে। আর দ্বিতীয় শর্তটি হলো: যে ব্যক্তি জাগতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে নিজের থেকে কম বা নিচের স্তরের মানুষের দিকে লক্ষ্য করে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করে। জাগতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে নিজের থেকে কম বা নিচের স্তরের মানুষের দিকে লক্ষ্য করে। এরপর এই ভেবে আল্লাহ্র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অনেক দিয়েছেন। সেই কল্যাণের কারণে যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাকে সেই ব্যক্তির বিপরীতে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। তাই আল্লাহ্ তাকে পরম ধৈর্যশীল (সাবের) ও (শাকের) পরম কৃতজ্ঞ হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। আর যে ব্যক্তি নিজের ধর্মীয় বিষয়ে তার প্রতি লক্ষ করে যে তার থেকে কম বা নিচু স্তরের এবং নিজের জাগতিক বিষয়ে তার প্রতি লক্ষ্য করে যে তার থেকে ভালো বা উন্নতমানের, অতঃপর যা সে পায়নি তার জন্য আফসোস করে- আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ (বান্দা) হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন না।

[কিতাবুশ শুকার ইবনে উবাই ,পৃ:৬০]

অনুরূপভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা তার দিকে দৃষ্টি দাও (জাগতিক বিষয়ে) যে তোমার চেয়ে নিচু স্তরের আর তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না যে (জাগতিক বিষয়ে) তোমার চেয়ে ওপরের স্তরের। এটা সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম যাতে তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহকে তুচ্ছ মনে না করো।

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জোহদ ওয়ার রাকায়েক, হাদীস-৫২৫০]

অর্থাৎ, জাগতিকতার দিক থেকে নিজের চেয়ে নিচের দিকে তাকাও এবং এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো কারণ আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে (নেয়ামত) দান করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রসুল (সা.) বলেছেন- চারটি এমন বিষয় রয়েছে যাকে তা দান করা হয়েছে তাকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ দান করা হয়েছে।

এক: নম্বর হলো কৃতজ্ঞ হৃদয়, দ্বিতীয়ত : আল্লাহ্কে স্মরণকারী জিহ্বা, তৃতীয়ত : পরীক্ষার সময়ে ধৈর্যশীল শরীর এবং চতুর্থত : এমন স্ত্রী যে তার সম্মান ও সতীত্ব এবং স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। একজন ভালো স্ত্রী যদি থাকে আর এই চারটি জিনিস বিদ্যমান থাকে, তবে কল্যাণ লাভ হয়।

[কিতাবুশ শুকার ইবনে উবাই, পৃ: ১৭]

এরপর ১১ পাতায় .....

জুমআর খুতবা

"আমার মুরিদগণ, তারা দরিদ্র হোক কিংবা ধনী, তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একই রকম।" *[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]*

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৪ জুলাই, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (২৪ ওয়াফা, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মেহমানরা এতে অংশ নেওয়ার জন্য আসছেন বা এসেছেন। তারা সবাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মেহমান, যারা বিশেষভাবে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এখানে আসছেন।

কাজেই, এই মেহমানদের আতিথেয়তাও এক বিশেষ সম্মানের বিষয়। আল্লাহ তা'লার কৃপায় বিশ্বের প্রতিটি দেশে, যেখানেই বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানকার শিশু, যুবক, পুরুষ ও মহিলারা এই বিষয়টি উপলব্ধি করেন যে, আমাদেরকে জলসার মেহমানদের সেবা করতে হবে। আর এজন্য সকলেই নিজেদেরকে ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উপস্থাপন করেন। বর্তমান যুগে জগৎ পূজারীদের অগ্রাধিকারগুলো বদলে যাওয়া সত্ত্বেও জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যরা নিজেদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবার জন্য উপস্থাপন করছেন। আর যেমনটি আমি বলেছি, শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত এবং বিভিন্ন পার্থিব কাজে ব্যস্ত মানুষেরা এই দিনগুলোতে নিজেদের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে সেবার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করে থাকেন। এরা হলেন সেইসব মানুষ যাঁরা এই বিষয়টি উপলব্ধি করেন যে, আল্লাহ তা'লা মেহমানদের সেবা এবং সম্মান ও সমাদর করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) তাঁর নিজ কর্ম ও কথার মাধ্যমে এই বিষয়ের তাগিদ দিয়েছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বারবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আল্লাহ তা'লা বলেন, মুসাফিরদের তাদের অধিকার দাও। একইভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে যে, যখন মেহমানরা তাঁর কাছে আসে, তখন তিনি মেহমানদের দেখে এই কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, তোমরা খাবার খাবে কি খাবে না, বরং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে একটি বাছুর জবাই করেন এবং সেটি ভুনা করে মেহমানদের সামনে পরিবেশন করেন।

একইভাবে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা মেহমানের ন্যায্য অধিকার আদায় করে থাকে অথবা যেন তা করে। নিবেদন করা হয় যে, ন্যায্য অধিকার কী? তিনি (সা.) বলেন, একদিন ও এক রাতের আতিথেয়তা। আর অন্যত্র এই রেওয়ায়েতও পাওয়া যায় যে, তিন দিন পর্যন্ত তার আতিথেয়তা করো।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৬১৩৫]

এটি তো বিশেষ মেহমানদের ক্ষেত্রে। সাধারণত যারা মানুষের বাড়িতে আসে, তারা কিছু দিনের জন্যই আসে। সাধারণভাবে যখন কোনো মেহমান আসে, তখন তার আতিথেয়তা করা উচিত, মুসলমানদের প্রতি এটাই নির্দেশ। আর আজকাল জলসার দিনগুলোতে যেসব মেহমান আসছেন, তারা দূর-দূরান্তের সফর করে আসছেন। তারা অন্যান্য দেশ থেকে আসছেন। তারা তো তিন দিনের বেশিও অবস্থান করবেন। জামাতের ব্যবস্থাপনার অধীনে তারা যতদিনই অবস্থান করুন না কেন-তিন থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত বা দুই থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত, জামাত তাদের আতিথেয়তা করে। আর এ জন্য আল্লাহ তা'লার এক বিরাট অনুগ্রহ হলো, জামাতের কাছে তাদের আতিথেয়তা করার জন্য এত বিপুল সংখ্যক কর্মী বিদ্যমান রয়েছে যারা পারিশ্রমিক-প্রাপ্ত কর্মী নয়। তিন থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকরা নিজেদেরকে এই উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করে। বস্তুতপক্ষে যুক্তরাজ্যে আতিথেয়তার এত বড় ও বিস্তৃত ব্যবস্থা হয়ে গেছে যে, সারা বছরই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গার চলতে থাকে। আর এই লঙ্গারে সেবার জন্য এমন বহু মানুষ, যাদের নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে, কারও নিজস্ব রেস্তোরাঁ রয়েছে, কারও খাবার সরবরাহের ব্যবসা রয়েছে-সেসব মানুষ সারা বছরই মেহমানদের সেবার জন্য নিজেদের কিছু না কিছু সময় প্রদান করে। আর যুক্তরাজ্যের জামাত এখন এই বৈশিষ্ট্য এ কারণেও লাভ করেছে যে, এখানে খিলাফত বিদ্যমান রয়েছে। আর যুগ খলীফার উপস্থিতির কারণে এখানে মানুষের যাতায়াত অনেক বেশি এবং এর ফলে আতিথেয়তাও করতে হয়। সাধারণ আতিথেয়তা তো এখানে অব্যাহত রয়েছেই এবং আল্লাহ তা'লার কৃপায় জামাতের সদস্যরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই আতিথেয়তা করছেন। আল্লাহ তা'লা তাঁদের সকলকে প্রতিদান দিন। কর্মীদের পাশাপাশি নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও মানুষ প্রচুর সেবা করছেন, যেমনটি আমি বললাম। কিন্তু যাই হোক এই দিনগুলোতে, যেমনটি আমি বলেছি, এগুলো জলসার দিন, তাই আমাদের বিশেষভাবে মেহমানদের খেয়াল রাখা উচিত। আর যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছেন যে, তার, অর্থাৎ মেহমানের পূর্ণ সম্মান ও সমাদর করো। কেননা এটি আবশ্যক; আমাদের ঈমানের জন্য এটি আবশ্যক। আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের জন্য এটি আবশ্যক। ঈমানের একটি শর্ত এটিও যে, একজন মুমিন অতিথিপরায়ণ হয়, সচ্চরিত্রবান হয় এবং উত্তম আচরণের সাথে তার মেহমানদের সাথে ব্যবহার করে।

সুতরাং, এটি এক অনেক বড় সম্মান, যা এই দিনগুলোতে আমাদের হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবীরা পাচ্ছে, যাদের মধ্যে মেয়ে এবং মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত, ছেলে এবং পুরুষরাও অন্তর্ভুক্ত; আর বৃদ্ধরাও অন্তর্ভুক্ত, শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত। তাই এরা সবাই এই সম্মান লাভ করছে এবং তাদের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত যে, তারা যে এই সম্মান লাভ করছে, এর দায়িত্ব তখনই পালিত হবে যখন তারা আতিথেয়তার দায়িত্ব পালন করবে। প্রত্যেক মেহমানের সাথে সম্মান ও সমাদরপূর্ণ আচরণ করবেন, সচ্চরিত্রের সাথে আচরণ করবেন এবং তাদের অনুভূতির প্রতি যত্নবান হবেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, মেহমানের অনুভূতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে থাকে, তাই সর্বদা তাদের খেয়াল রাখা উচিত।

[সূত্র: মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১১১]

সুতরাং, আমাদের এই বিষয়টি ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আমাদেরকে সবদিক থেকে মেহমানদের সেবা করতে হবে। আমরা যদি নিজেদেরকে উপস্থাপন করে থাকি, তবে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টাও করতে হবে, যাতে এই সেবার বিনিময়ে আল্লাহ তা'লা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং যতদূর সম্ভব আমরা মুহাম্মদী মসীহ-র মেহমানদের সেবার দায়িত্ব পালন করতে পারি। আমাদের যেসব কর্মী আতিথেয়তা করেন অথবা আমাদের জলসায় যেসব ব্যবস্থা থাকে, সেসব ব্যবস্থা দেখে বাইরে থেকে আসা অ-আহমদী এবং অমুসলিম মেহমানরাও অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। তারা এটি দেখে অবাক হয় যে, এত হাজার মানুষের খাবার রান্না হচ্ছে এবং স্বেচ্ছাসেবীরা খাবার রান্না করছে। তারপর একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে তাদেরকে খাওয়ানোও হচ্ছে এবং তাদের সেবাও করা হচ্ছে। এছাড়া কর্মীদের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা রয়েছে যা এখানে পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে ট্রাফিক ব্যবস্থাও রয়েছে, খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে, পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা রয়েছে, রান্নার ব্যবস্থা রয়েছে, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অসংখ্য বিভাগ রয়েছে যেগুলোতে আল্লাহ তা'লার কৃপায় জামাতের স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ করছে এবং শুধু কাজই করছে না বরং আল্লাহ তা'লার কৃপায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাজ করছে। বাইরে থেকে আসা মানুষরা এটি দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। এটিও তবলীগের একটি মাধ্যম।

সুতরাং, এখানে আগত প্রত্যেক কর্মীকে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ তো পুরনো এবং অভিজ্ঞ, কিন্তু যারা নতুন, তাদেরও এটি মনে রাখা উচিত যে, আপনারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবার জন্য এখানে এসেছেন, তাই এই দায়িত্ব পালন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন এবং মেহমানের যে অধিকার রয়েছে, তা প্রদান করুন। এটি আপনাদের ঈমানের জন্য আবশ্যক।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) অতিথিদের কীভাবে সেবা করতেন অথবা তাদের দেখভাল করাতেন, একটি রেওয়াতে এসেছে। হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) অতিথিদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ রাখতেন। হাফেয হামেদ আলী সাহেব (রা.) লঙ্গারখানার অতিথিদের দেখভাল করার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অর্থাৎ, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তার মনোযোগ আকর্ষণ করতেন যে, অতিথিদের বিশেষ খেয়াল রাখ, সাধারণ দিনগুলোতে অতিথিদের অবস্থা অনুসারে তাদের সেবাও কর।

[সূত্র: জিকরে হাবীব, হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব, পৃ: ১৫৩]

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সাধারণ দিনগুলোতে জামাতের যারা অতিথি আসে, জামাতের সামর্থ্য অনুসারে যতটুকু সম্ভব তাদের সেবা করে থাকে। কিন্তু জলসার দিনগুলোতে এভাবে খেয়াল রাখা সম্ভব নয়। এখানে সাধারণভাবে অতিথিপরায়নতা হয়ে থাকে। এজন্য এতেও অনেক সতর্কতা ও খেয়াল রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

একজন সাহাবী বলেন, সম্ভবত ১৯০২ সালে যখন আমি আয়মান আবাদ থেকে কাদিয়ান আসছিলাম, তখন কাদিয়ানের সফরের অপেক্ষায় লাহোরে স্টেশনে বসে ছিলাম। সেখানে আমার সাথে একজন বন্ধুর সাক্ষাত হয়। আমার দুজনে কাদিয়ানের সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। বাটালা পৌঁছলাম তো প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। যাহোক আমরা সেখানে নেমে কাদিয়ানের জন্য ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলাম। যখন কাদিয়ানের নিকট পৌঁছলাম সম্ভবত তখন বৃষ্টি থেমে গেল।

আমরা দারুল আমান পৌঁছলাম এবং আমাদের পৌঁছার পর আমাদের দু'জনকে হযরত আকদাসের নির্দেশে সে কক্ষে থাকতে দেওয়া হয় যেখানে বর্তমানে একটি বুকশপ রয়েছে।

(যখন ঘটনা বর্ণনা করছেন তখন)। সকালে নাস্তার সময় আমাদেরকে খুব ভালো নাস্তা করানো হয়। নানা প্রকারের উন্নত মানের খাবার খাওয়ানো হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বারংবার অপর অতিথি শাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করতেন, যদি আপনার কোন কষ্ট হয় বলবেন, কোন কষ্ট হচ্ছে না তো? আরো অনেক অতিথিকেই এভাবেই জিজ্ঞেস করতেন। তিনি (আ.) অনেক গভীরভাবে অতিথিদের খেয়াল রাখতেন ও খুব সম্মান করতেন। [সূত্র: রেওয়াত আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫]

একইভাবে ভেরার মনযুর আহমদ সাহেব লিখেন, আমার সম্মানিত পিতা অনেক পুরানো আহমদী। ১৮৯৪ইং সালে তিনি নিজের মায়ের সাথে প্রথমবার হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ান আগমন করেন এবং নিজ মাতা সহ বয়আতওগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, খলীফা আউয়াল (রা.) আমার দাদার কাছে শৈশবে পড়াশোনা করতেন। আর আমার দাদার যিনি তৃতীয় স্ত্রী তিনি খলীফা আউয়াল (রা.)-এর পাতানো বোন ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে যুগে যখন আপনি আসতেন তখনকার কোন ঘটনা কি আপনার মনে আছে? তিনি বলেন, আমরা আটজন ব্যক্তি একদিন হুযুরের সাথে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য মসজিদ মুবারকে ছিলাম সে সময় যখন এটি প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। আমরা মসজিদে খাবার খাচ্ছিলাম। সে সময় খুব ছোট মসজিদ ছিল, অতিথিদের জন্য আর কোন বসার স্থান ছিল না; সেখানে তিনি (আ.) বসাতেন। এক কাতারে আট দশজন দাঁড়াতেন। স্বয়ং হযরত খলীফা আউয়ালও (রা.) এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, দুই ধরনের তরকারি ছিল। সে দিনগুলোতে ঘর থেকে রান্না করে আনা হতো। দুটি তরকারিতেই মাংস ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের তরকারি থেকে মাংসের টুকরো উঠিয়ে অন্যদের তরকারিতে রেখে দিতেন। নিজের প্লেটে যেই মাংসের টুকরোই আসতো, সেটা অন্যদের তরকারিতে রেখে দিতেন। আর খলীফা আউয়ালের (রা.) ব্যাপারে বলেন, তিনিও তাঁকে দেখে অতিথিদের খাতিরে এমনটিই করতেন। কখনো কখনো অতিথিরা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন।

একবার একজন অতিথি খাবার খাওয়ার সময় আম খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি (আ.) বললেন, খাবারের সাথে আম খাওয়ার খুবই চমৎকার কথা তোমার মনে পড়েছে। সেখানে বসা কোন অতিথি বা সেখানকার স্থানীয় লোকদের মাঝ থেকে অন্য একজন- তিনি বললেন, আমি এখনই গিয়ে বাজার থেকে আম নিয়ে আসব? হুযুর (আ.) বলেন, না; বসে থাক। অল্প কিছুক্ষণ পরই একটি পার্সেল আসল, তাতে কেউ আটটি আম পাঠিয়েছিলেন। মানুষও আট জন ছিল আর যে পার্সেল এসেছিল তাতে আমও আটটি ছিল। হুযুর (আ.) প্রত্যেককে একটি করে আম দিলেন এবং নিজের ভাগের আমটিও কেটে লোকদের দিতে থাকেন এবং অতিথি আপ্যায়ন করতে থাকেন। [সূত্র: রেওয়াত আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৪-২০৫]

অনুরূপভাবে মালিরকোটলার বদরুদ্দীন সাহেব (রা.) বলেন, একদিন আমি আমার বাবার সাথে বোর্ডিং-এর কূপ থেকে পানি উঠাচ্ছিলাম। রাত নয়টা বেজে গিয়েছিল এবং এশার নামাযও শেষ হয়েছিল। হুযুর (আ.) নিজ হাতে এক পেয়ালা দুধ ও একটি পাউরুটি নিয়ে কূপের নিকট আসেন এবং এসে আমার পিতাকে বলেন- বাবাজি! কোন অতিথি কি ক্ষুধার্ত আছে? এর উত্তরে বাবা বললেন- হুযুর! মিয়া নাজমুদ্দীন তো সব জায়গায় খোঁজ নিয়ে এসেছেন সবাই খাবার খেয়ে নিয়েছে। তখন হুযুর বলেন, ঠিক আছে! তাহলে তুমি আমার সাথে চলো। তখন আমরা পিতা-পুত্র হুযুরের সাথে রওনা দেন। অতিথিশালায় গিয়ে অতিথিদের কাছে জানতে চাইলে (ক্ষুধার্ত) কাউকে পাওয়া যায়নি। সবাই খাবার খেয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর আমরা বলি, সেখানে শের মুহাম্মদের দোকান ছিল। তখনও (দোকান) খোলা ছিল; সেখানে পৌঁছালে সেখানে এক ভদ্রলোক বলেন, হুযুর! আমি তো দুধ পাউরুটি খেতে চেয়েছিলাম। এরপর হুযুর (আ.) সেই পাত্র তাকে দিয়ে দেন।

[সূত্র: রেওয়াত আসহাবে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৫]

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাত দিয়ে সেই ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানোর ছিল এবং তার প্রয়োজনও ছিল। হুযুর (আ.)-এর হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লাই এই প্রেরণা সঞ্চার করেন যে, যাও অতিথিদের খাবার খাওয়াও। এরপর তিনি সেই অতিথির আপ্যায়নের জন্য এনেছিলেন।

তাঁর (আ.)-এর জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যায় সাধারণ অবস্থাতেও তিনি (আ.) অতিথি আপ্যায়ন করতেন। এজন্য যে, অতিথিকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের উল্লেখ রয়েছে, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানোর উল্লেখ রয়েছে। অভাবীদের খাবার খাওয়ানোর উল্লেখ রয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ।

একইভাবে হযরত ডাক্তার হাসমতুল্লাহ্ সাহেব (রা.) তার নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, জলসা উপলক্ষে জামা'তের সেক্রেটারী হিসেবে এক রাতে সদর আঞ্জুমানের সভায় আমার যাওয়ার কথা ছিল। জলসার পর মাগরিব ও এশার নামাযের পর সভা অনুষ্ঠিত হতো; কেবল জামাতের কর্মকর্তাগণ আসতেন, তাদের সাথে সভা হতো। তিনি বলেন, মাগরিব ও এশার নামাযের পর মসজিদে মুবারকে সভা হবার কথা ছিল এবং অল্প সময় বাকি থাকায় আমি ভাবলাম খাবার পরে খেয়ে নেব, যদিও তখন আমার ক্ষুধা লেগেছিল আর সকাল আটটার সময় আমি খাবার খেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি বলেন, যাইহোক; যেহেতু জামাতি দায়িত্ব ছিল তাই আমি বলেছিলাম খাবার পরে খেয়ে নেব। যখন সভা শেষে আমি বিলম্বে লঙ্গারখানায় পৌঁছাই তখন (রাত) এগারোটা বেজে গিয়েছিল আর আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল। তিনি বলেন, আমি যখন আমার জামাতের লোকদের নিকট গেলাম এবং সেখানে খাবার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম খাবার তো শেষ হয়ে গেছে। সেখানে আমার এক বন্ধু বললেন, এখন তো খাবার শেষ হয়ে গেছে। এক বন্ধু গিয়ে দস্তরখান থেকে একটি রুটির টুকরা এনে বললেন, লঙ্গারখানা তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে, আপনি এই রুটির টুকরাটি খেয়ে নিন, আজ এটি দিয়েই চালিয়ে নিন। তিনি বলেন, আমিও সেই রুটির টুকরাটি চাবানো শুরু করি। তখনও আমি সেই রুটির টুকরা চাবানো শেষ করিনি, তখন আমাদের কক্ষের দরজায় সজোরে একটি কড়া নাড়ার শব্দ হয়, কেউ একজন সজোরে দরজায় কড়া নাড়ল এবং আওয়াজ এলো, কোনো অতিথি কি ক্ষুধার্ত আছে? যে খাবার খায় নি সে চলে আসুক এবং লঙ্গারখানায় খাবার খেয়ে নিক। আমার সঙ্গীরা আমাকেও বাইরে নিয়ে গেল এবং লঙ্গারখানায় পৌঁছে, সেখানে যা কিছু পাওয়া গেল তা শুকরিয়া আদায় করে খেলাম। তিনি বলেন, পরবর্তী দিনের রাত দশটার দিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মসজিদ মুবারকের ছোটো সিঁড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল এবং খাদেমদেরকে গলির মধ্যে হুযুরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। হুযুর (আ.) তাদের সাথে কিছু বিষয়ে কথা বলছিলেন। হযরত মৌলবি নুরুদ্দীন সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হুযুর অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে বলছিলেন, মেহমানদের খাবার ইত্যাদির ভালো ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কারণ গত রাতে আল্লাহ তা'লা আমাকে ইলহাম করেছেন: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَالْمُعْتَرَّ। অর্থাৎ হে নবী! ক্ষুধার্ত ও যাচনাকারীদের খাবার খাওয়াও।

সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম, অর্ধেক রাতে আমাকে যেভাবে জাগানো হয়েছিল তা এই ইলহামের ওপর ভিত্তি করেই ঘটেছিল। রাতে কড়া নাড়া হয়েছিল এবং কেউ এসে খাবার খাইয়েছিল- সেটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ তা'লা নিজেই জানিয়েছিলেন যে, তারা ক্ষুধার্ত ছিল।

[সূত্র: রেওয়াত আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫৫-১৫৬]

সুতরাং তাঁরা এমন পুণ্যবান মানুষ ছিলেন, যাদের ক্ষুধার কষ্ট আল্লাহ তা'লা নিজেও অনুভব করতেন এবং তারপর তাঁর নবীকে অবহিত করতেন। সেখানে তো ব্যবস্থাপনা এমন ছিল যে, ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের জলসার ব্যবস্থাপকদের খেয়াল রাখা উচিত, যে-সব অতিথি দেরিতে আসেন- কখনো কখনো রাতে সফর করে দূরদূরান্ত থেকে আসেন, ইউরোপের সফর থেকে আসেন, কখনো ফেরি লেট হয়, কখনো জাহাজ লেট হয়ে যায়, কখনো সফরে যানজটে আটকে যান- তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন খাবার ভালো থাকে। এমন যেন না হয় যে গরমের কারণে খাবার নষ্ট হয়ে গেছে আর আপনারা বাসি খাবার খাইয়ে দিলেন এবং তা কারো অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এই দিক থেকেও আতিথেয়তার নিয়ম হলো- সবসময় মনে রাখতে হবে যে, তাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং ভালো ও মানসম্পন্ন খাবার খাওয়াতে হবে।

একবার হুযুর বললেন, আগমনকারী সবাইকে একই ধরনের খাবার খাওয়াও। অর্থাৎ জলসায় আগমনকারী সকলকে একই ধরনের খাবার খাওয়াও। কোনো বৈষম্য থাকা উচিত নয়। এটি শুনে খাজা সাহেব বা অন্য কেউ নিবেদন করেন, কিছু দরিদ্র মানুষও আসে যাদের নিজেদের ঘরে ডালও জোটে না। তারা তো ডালও খেতে পারে না, চাটনি দিয়ে রুটি খেয়ে নেয়। তাদের এখানে ডাল দিয়ে খাওয়ানো দোষের কিছু নয়। তাদের জন্য তরকারি (তথা মাংস) রান্না করার প্রয়োজন নেই; ডাল দিয়ে খাইয়ে দিলেও কোনো অসুবিধা নেই, তাদের জন্য মাংসের তরকারি রান্না করার দরকার নেই। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, তাদের ঘরে হয়ত ডাল না-ও জুটতে পারে, কিন্তু তারা যখন অন্যদের মাংস বা পোলাও খেতে দেখবে, তখন তাদের মনেও খাবারের ইচ্ছা জাগবে এবং তা না পেলে তাদের মন ভেঙে যাবে। এটি তো অতিথিদের মন ভাঙার নামান্তর যে, একদিকে এক অতিথিকে বসিয়ে মাংস খাওয়াচ্ছো আর অন্যজনকে বলছ, ডাল খাও- এটি হতে পারে না। তিনি আরো বলেন, আমার অনুসারীরা দরিদ্র হোক বা ধনী, আমার কাছে তারা সবাই সমান।"

[সূত্র: রেওয়াত আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৫]

তাই একই ধরনের খাবার রান্না করো। মাংস, পোলাও ইত্যাদি রান্না করলে সবাইকেই তা দাও, আর ডাল রান্না করলে সবাইকেই তা দাও। তবে তোমাদের যদি সামর্থ্য না থাকে এবং ডালই খাওয়াতে হয়, তবে সবাই ডাল পাবে। এমনটি নয় যে, কাউকে মাংস দেবে আর কাউকে ডাল খাওয়াবে। এটিই ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। এটি ছিল তাঁর আচরণ, তাঁর উপদেশ প্রদানের ভঙ্গি এবং তাঁর আতিথেয়তার আচারপদ্ধতি।

হযরত চৌধুরী আব্দুর রহীম সাহেবও একইভাবে বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাকে পাঁচশ রুপি প্রদান করলেন এবং বললেন, জলসার দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পণ করা হলো, তবে মনে রাখবেন! সকল বন্ধুদের সাথে একই রকম আচরণ করতে হবে এবং সবার জন্য একই ধরনের খাবার রান্না করতে হবে। সাধারণ পরিস্থিতিতে তো বিভিন্ন প্রকার খাবার রান্না করা হয় যেমনটি আমি বললাম, কিন্তু এই দিনগুলোতে তিনি বলেছেন, খাবার একই রকম রান্না হবে। কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন, হাকিম ফযল দীন সাহেবের নাম নিলেন যে, তিনি বেশ অভিজ্ঞ- এই

ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হোক, তিনি আরো ভালোভাবে তা পরিচালনা করবেন। কিন্তু হুযূর কোনো উত্তর না দিয়ে চৌধুরী আব্দুর রহীম সাহেবকেই নির্দেশ দিলেন, আপনিই এই ব্যবস্থা করুন। তিনি বলেন, এই সময়ে খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব আমার কাছে এলেন এবং আমাকে বললেন, আমার জন্য ভাত রান্না করে দিন, কারণ হুযূর আপনাকে খাবারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি (অর্থাৎ আব্দুর রহীম সাহেব) বলেন, আমি তাকে বললাম, আমার প্রতি হযরত সাহেবের নির্দেশ রয়েছে, যেন সবার জন্য একই ধরনের খাবার প্রস্তুত করা হয়। তাই আপনি যদি ভাত খেতে চান, তবে পুনরায় অনুমতি নিয়ে আসুন। এতে খাজা সাহেব বললেন, ভাতের জন্য আর কী অনুমতি চাইব! আমি বললাম, তাহলে আমিও হুযূরের অনুমতি ছাড়া আমি চালের একটি দানাও দিতে পারব না। এতে তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলেন, তিনি যতদিন সেখানে ছিলেন আমার ওপর অসন্তুষ্টই ছিলেন।

[সূত্র: রেওয়াত আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৩]

যাইহোক, অতিথিদেরও এই বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত, লঙ্গারখানার ব্যবস্থাপনায় যা-ই রান্না হয় তা ধৈর্য ও শুকরিয়া আদায় করে গ্রহণ করা উচিত। আপনি যেহেতু এখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আহ্বানে এসেছেন এবং এ উদ্দেশ্যে এসেছেন যে, আমরা এখান থেকে আধ্যাত্মিক খাদ্য অর্জন করব, তাই আধ্যাত্মিক খাদ্যের দিকেই বেশি মনোযোগ থাকা উচিত। আর খাবারে কোনো ঘাটতি বা বাড়তি হলে তা সহ্য করা উচিত, কোনো দাবি করা উচিত নয়।

কিছু লোক খুব বেশি দাবি না করলেও তারা বাজারের দিকে গিয়ে সেখানকার দোকানগুলোতে খাওয়ার চেষ্টা করে, আর সেখানে দীর্ঘক্ষণ দোকান খোলা থাকে। তখন ব্যবস্থাপকদের বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, বিশেষ করে বর্তমানে যে ধরনের শুষ্ক আবহাওয়া- তাতে সেখানে বাইরে খাবার রান্না করা এবং খাবার দীর্ঘক্ষণ রাখা, কেননা কিছু বিভাগের কাজ তারা দ্রুত গুটিয়ে নেন, ফলে সবসময় সঠিক নজরদারি থাকে না এবং কখনো কখনো (খাবার) অনিরাপদ হয়ে যায়। তাই অতিথিদেরও মনে রাখা উচিত, এই তিন দিনে যা-ই পাওয়া যায়, তা ধৈর্য ও শুকরিয়া আদায় করে যেন খেয়ে নেন। এমন ধরনের কোনো মনোভাব প্রকাশ করা উচিত নয় যে, এটি আমার পছন্দ নয়, আমি এটি খাব না।

একইসাথে আমি এটিও বলতে চাই, খাবার কখনোই অপচয় করা উচিত নয়। যতটুকু আপনি খেতে পারবেন, ঠিক ততটুকুই নেবেন। যেমনটি আমি বলেছি, আসল বিষয় হলো আধ্যাত্মিক খাদ্য, যার জন্য আমরা জলসায় এসেছি এবং আমাদের এখানে নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত করার দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। খাবার তো আল্লাহ তা'লার কৃপায় পাওয়াই যায়। তিন দিন মানুষ ধৈর্য ও শুকরিয়া আদায় করে সামান্য কম খেয়ে বা এমন কিছু খেয়ে পার করে দিতে পারে যা তার পছন্দ নয়।

একইভাবে শেখ যয়নুল আবেদীন সাহেব বলেন, হুযূর (আ.)-এর যুগে অতিথিদের খাবারের বিশেষ আয়োজন করা হতো। সাধারণ পরিস্থিতিতে অতিথিদের আপ্যায়নের ক্ষেত্রে হুযূরের বিশেষ দৃষ্টি থাকত। তিনি বলেন, আমার ভাই হাফেয হামিদ আলী বর্ণনা করেছেন, একবার সম্ভবত সালানা জলসার সময় চার পাতিল ভাত রান্না করা হয়েছিল। সেই যুগে চার পাতিল অনেক বড়ো বিষয় ছিল। দুটি জর্দা ভাত এবং দুটি পোলাওয়ের। একদিন সকালে মসীহ মওউদ (আ.) নিজেই লঙ্গারখানায় গেলেন এবং বাবুর্চিকে বললেন, ঢাকনা তোলো, আমি ভাত দেখতে চাই। ঢাকনা তুলতেই হুযূরের কাছে গন্ধ ভালো লাগল না। মনে হলো, এতে কেমন যেন একটি বাসি/পচা গন্ধ তৈরি হয়েছে। এরপর হুযূর অন্য পাতিলগুলোও দেখলেন এবং বললেন, জর্দার দুটি পাতিলই ঠিক নেই। এগুলো গর্তে (বা নালায়) ফেলে দাও। এগুলো মানুষের খাওয়ার উপযোগী নয়। এবং তিনি বললেন, "যখন আমাদের কাছেই এর ঘ্রাণ পছন্দ হচ্ছে না এবং স্বাদও বদলে গেছে বলে মনে হচ্ছে, এর স্বাদ এবং দুর্গন্ধ দুটোই সহ্য করা কঠিন, সেক্ষেত্রে অতিথিদের কীভাবে পছন্দ হবে? তাই এটি হতে পারে না- যে জিনিস আমার নিজের পছন্দ নয়, তা আমি অতিথিদের খাওয়াব। এজন্য এগুলো নালায় ফেলে নষ্ট করে দাও, সেখানে পশুপাখি খেয়ে নেবে।

[সূত্র: রেওয়াত আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৩]

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সতর্কতার মান এমন ছিল! তাই খাবার রান্নার দায়িত্বে থাকা কর্মীদেরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এই দিনগুলোতে বিশেষকরে আজকাল গরমের ঋতু হওয়ায় (আমি পূর্বেও বলেছি) খাবারের ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যেন খাবার সঠিকভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং দীর্ঘক্ষণ পড়ে না থাকে। বিশেষকরে ডাল ইত্যাদি, যা দ্রুত পচে যায়, তা দীর্ঘক্ষণ রেখে অতিথিদের খাওয়াবেন না। এ বিষয়ে খেয়াল রাখবেন এবং পরিবেশনের আগে খাবার ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেবেন।

এভাবেই অন্যান্য বিভাগও রয়েছে। সেখানেও প্রত্যেক বিভাগের কর্মীর উচিত যথাসাধ্য মেহমানদের আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখা। গোসলখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিভাগ হোক, ট্রাফিক বিভাগ হোক, পার্কিং বিভাগ হোক কিংবা নিরাপত্তা বিভাগই হোক। নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা উচিত, কিন্তু মানুষের সঙ্গে সতর্কতা এবং সম্মান-শ্রদ্ধার সঙ্গে আচরণ করতে হবে। নিরাপত্তাকর্মীর কাজ এই নয় যে, তারা এমন কোনো অনুচিত আচরণ করবেন, যার ফলে মেহমান কষ্ট পাবেন এবং মনে করবেন যে, আমার সঙ্গে কঠোর ভাষায় বা রূঢ়ভাবে আচরণ করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের এসব বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। এখানে জলসাস্থলের ভেতরেও নীরবতা বজায় রাখার যে ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যও সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে, বিশেষ করে নারীদের দিকেও।

এভাবেই আমি এখানে সমবেত মেহমানদেরও বলতে চাই যে, আমাদের এই বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত- যখন আমরা সফরের কষ্ট সহ্য করে এখানে সমবেত হয়েছি, তখন এর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগের সফরের কষ্ট ও দুর্ভোগ আগের যুগের মতো এত বেশি নয়, কিন্তু সফর তো সর্বাবস্থায় সফরই।

যারা এখানে এসেছেন, তাঁদের খেয়াল রাখা উচিত যে, তাঁরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে জলসার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এখানে এসেছেন। আর যখন তাঁরা জলসার এই তিন দিনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন, তখন তাঁদের সামনে এই বিষয়টি থাকা উচিত যে, আমরা জলসার কর্মসূচিগুলো নিয়মিতভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনব। এই তিন দিন এদিক-সেদিক বসে গল্পগুজব করে বা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে না। বরং যখনই জলসার কোনো কর্মসূচি শুরু হবে, তখনই আমাদের অবিলম্বে জলসার মার্কির ভেতরে চলে আসতে হবে অথবা নারী, পুরুষ ও শিশুদের বসার জন্য যেখানে যেখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে, অতিরিক্ত লোকদের জন্য বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে বসার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে গিয়ে সম্মানের সঙ্গে বসে আমাদের জলসা শুনতে হবে।

এভাবেই নারীদের জন্য শিশুদের সঙ্গে বসার যে পৃথক স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানে নারীদেরও উচিত নিজেদের শিশুদের সঙ্গে শান্তভাবে বসে জলসা শোনা। শিশুদের সঙ্গে বসার অর্থ এই নয় যে, নারীরা পরস্পরের সঙ্গে গল্পগুজব শুরু করে দেবেন। যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, শুধু শিশুকে চুপ করানো বা তাকে শান্ত রাখার জন্য যদি কিছু বলতে হয়, তবেই বলবেন। যদি কোনো ছোট শিশু কেঁদে ওঠে, তবে তাকে শান্ত করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন, তা করবেন। কিন্তু যাই হোক, যখন মায়েরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করে দেন, তখন সেখানে এক ধরনের কোলাহল সৃষ্টি হয়। এটি হওয়া উচিত নয়। কারণ এর ফলে সেখানে বসে থাকা অন্যরা বিরক্ত হন। এ ধরনের অনেক অভিযোগও আসে যে, শিশুরা তুলনামূলক কম শব্দ করে, কিন্তু নারীরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করে দেন। তাঁরা মনে করেন যে, আমরা তো শিশুদের মার্কিতে বা শিশুদের অংশে বসে আছি, তাই আমাদের জন্য কথাবার্তা বলা বৈধ। অথচ এটি বৈধ নয়। এই ব্যবস্থা এজন্য রাখা হয়েছে যেন যাদের সাথে শিশু বাচ্চা নাই তারা প্রশান্তচিত্তে জলসা শুনতে পারেন এবং বাচ্চার মায়েরাও যেন আরাম করে বসে শুনতে পারেন। তাই যতটুকু সম্ভব কম কথা বলার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন।

অনুরূপভাবে, যদিও জলসার অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে বাজার বন্ধ থাকে, তবে অন্যান্য সময় যখন বাজার খোলা থাকে সেখানেও অতিথিরা শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং সচেতন থাকবেন আর এমন কোনো বিষয় যেন না ঘটে যার ফলে সেখানকার পরিবেশ নষ্ট হয়। ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের সাথে নিজের সামগ্রী ক্রয় করার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। কতক সময় ভীড় লেগে যায়। একটি দোকানই হয়, স্টল একটি থাকে আর এর ফলে দেরি হয়ে যায়। কিন্তু এমনাবস্থাতেও মানুষের উচিত ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, তবেই আপনারা জলসার উদ্দেশ্যকে পূর্নকারী হবেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কেমন আহমদী চেয়েছেন? এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, তাদের মত হও, যারা তাকওয়া অবলম্বনকারী এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারী। কেননা তাকওয়া ব্যতীত আল্লাহ তা'লা সন্তুষ্ট হন না।

[মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৯৮-২৯৯]

সুতরাং আপনারা যারা এখানে এসেছেন আপনাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এটিই হওয়া উচিত যে, আমাদেরকে সেই উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে এবং তাকওয়া অর্জন করতে হবে আর এ লক্ষ্যে নীরবে বসে জলসা শুনতে হবে। পুরুষদেরও এবং মহিলাদেরও। যখন এই উদ্দেশ্য অর্জিত হবে তখনই আপনারা এসব কথা থেকে উপকৃত হতে পারবেন যেগুলো জলসায় বলা হয় এবং যে উদ্দেশ্যের জন্য জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

এজন্য প্রত্যেকে- যারা এখানে এসেছেন- পরস্পর ভালোবাসা ও প্রীতির সাথে সাক্ষাত করুন। সালামের প্রচলন করুন। জলসায় সর্বত্র 'আসসালামু আলাইকুম'-এর পরিবেশ হওয়া উচিত। জলসার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর পরস্পর যখন সাক্ষাত করবেন তখন ভালোবাসা ও প্রীতির সাথে সাক্ষাত করুন। কারো যদি পূর্বের ক্ষোভ থাকে তবে তা ঝেড়ে ফেলুন। যতদূর সম্ভব এই চেষ্টা করুন যে, আমরা এমন কোনো কাজ করব না যার ফলে পরিবেশে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। কতিপয় ব্যক্তির মাঝ সহিষ্ণুতা থাকে না। এমন লোকও আছে। এটি নয় যে শতভাগ মানুষ খুবই ধৈর্য্যশীল এবং সহিষ্ণু। কতক সময় মানুষের মাঝে সহিষ্ণুতার উপাদান খুবই কম থাকে। কিন্তু তাদের উচিত, এই দিনগুলোতে তাকওয়া অবলম্বন করে নিজের সহিষ্ণুতার গুণকে বৃদ্ধি করা। আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করুন এবং ব্যক্তিগত ক্ষোভকে শেষ করুন অথবা নিদেনপক্ষে ব্যক্তিগত ক্ষোভকে পরিবেশে তিক্ততা সৃষ্টির মাধ্যম বানাবেন না এবং ব্যবস্থাপনাকেও জটিলতায় ফেলবেন না।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন, যে পুণ্য উদ্দেশ্যের জন্য আপনারা এসেছেন তা আপনাদের পূর্ণ করতে হবে। যদি তা না করেন তবে কোনো কল্যাণ লাভ হবে না। এখানে নামাযের যথারীতি তো ব্যবস্থা আছে কিন্তু যারা দীর্ঘ সময় অবস্থান করছেন, জামাতের আবাসনে

অবস্থান করছেন, জলসার পরও তাদেরকে নামাযের প্রতি যথারীতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং বাজামাত নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত। এই দিনগুলোতে যারা এখানে তাবুতে থাকছেন অথবা মার্কিতে অবস্থান করছেন, তাদের সকলের উচিত, এখানে তিন দিন তাহাজ্জুদ নামাযও হয়, তাহাজ্জুদের সময় যখন জাগ্রত করা হয় তখন ওঠা উচিত। এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিন আর নিয়মিত নামাযে তো কল্যাণ রয়েছেই। তাহাজ্জুদ নামায (আদায়ের)ও বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত, কারণ এটিই সেই উদ্দেশ্য যার জন্য আপনারা এখানে এসেছেন। এটি যখন অর্জন হবে তখন আপনারা নিজেদের এবং নিজেদের প্রজন্মের জীবনকে সুসজ্জিতকারী হবেন।

অনুরূপভাবে, পার্কিং প্রভৃতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, পার্কিং-এর ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপনা যেভাবে দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন সেই অনুযায়ী কার পার্কিং করুন। চেকিং-এর সময়ে, যে গাড়ি প্রভৃতির চেকিং হয়, সেখানেও যদি দীর্ঘ সারি থাকে তবে সর্তকতা, ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতার সাথে নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করুন এবং চেকিং করিয়ে আসুন। তাড়াহুড়ো করবেন না। মেহমানদের উচিত মেজবান বা প্রশাসনের জন্য কোনো ধরনের অসুবিধার কারণ না হওয়া।

অনুরূপভাবে অতিথি ও কর্মীদের আরেকটি বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষ করে আজ কাল দেশের যে পরিস্থিতি বিরাজমান এবং অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি যে বিদ্বেষ ও শত্রুতার মনোভাব দেখা যায়, সে কারণে চারপাশের পরিবেশের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখুন এবং সাবধান থাকুন। কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি বা বস্তু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এমনকি জলসায় বসেও একে অপরের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

একইভাবে এই দিনগুলোতে বিশেষকরে আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক হয়ে থাকে। আগেও আমি এ বিষয়ে বলেছি আগুন লাগার আশঙ্কা থাকতে পারে। তাই ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত থাকার স্থানগুলোতে কোনো ধরনের আগুন জ্বালাবেন না। এমনকি দিয়াশলাইয়ের কাঠিও জ্বালাবেন না। যদি কোনো প্রয়োজনে ব্যবহার করতেই হয়, তবে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই নির্ধারিত স্থানে চলে যান, যেখানে তারা এই ব্যবস্থা রেখেছেন তথা যেখানে আগুন জ্বালালে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু সর্বত্র সামান্য আগুন প্রজ্বলিত করা থেকেও বিরত থাকুন এবং সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। কারণ এর ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।

একইভাবে গতকাল আমি কর্মীদেরও বলেছিলাম, যাদের পুরোনো গাড়ি রয়েছে, তাঁরাও যেন বিশেষভাবে সতর্ক থাকেন। অনেক অতিথিও এমন আছেন যাদের পুরোনো গাড়ি রয়েছে, যেগুলোর ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়। যদি সেগুলো ঘাসের ওপর দাঁড় করানো হয়, তাহলে আগুন লাগার আশঙ্কা থাকে। আবার অনেক সময় পুরোনো গাড়ি থেকে তেলও পড়তে থাকে। তাই তাদেরও সতর্ক থাকা উচিত এবং গাড়ি পার্ক করার সময় প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, আমার গাড়িতে এ ধরনের ত্রুটি রয়েছে। তাই নিরাপদ স্থানে পার্ক করুন।

পরিচ্ছন্নতার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিন। যেখানে ব্যবস্থাপনা টয়লেট ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে, সেখানে আপনারাও যখন গোসলখানা ব্যবহার করবেন তখন সেগুলো পরিষ্কার করে আসুন। এমন যেন না হয় যে, মেঝেতে পানি গড়িয়ে পড়ছে বা ময়লা-আবর্জনা পড়ে আছে। অতিথিদেরও উচিত হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কেননা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও ঈমানের একটি অংশ। আর আমরা তো এখানে এসেছি আমাদের ঈমানকে আরও দৃঢ় ও সমৃদ্ধ করার জন্য। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকটিও উপেক্ষা করা উচিত নয়। এই কয়েক দিন প্রত্যেকেরই নিজেকে একজন কর্মী মনে করা উচিত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত যেন আমাতের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

নিজেদের ঈমানের মান উন্নত করার দিকে মনোযোগ দিন। এই দিনগুলোতে যিকরে এলাহীতে বেশি গুরুত্ব দিন। অবসর সময়ে যেখানেই বসে আছেন দরূদ শরীফ, দোয়া এবং ইস্তেগফারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। অহেতুক কথাবার্তায় সময় নষ্ট না করে আল্লাহর স্মরণ অথবা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। এছাড়া এই দিনগুলোতে বিভিন্ন প্রদর্শনীও লাগানো হয়েছে, আপনাদের সেগুলো দেখতে যাওয়া উচিত আগ্রহ ও মনোযোগসহকারে দেখবেন। এগুলো আপনাদের জন্য কল্যাণকর হবে। জ্ঞানের দিক থেকেও উপকারী এবং ধর্মীয় দিক থেকেও অত্যন্ত কল্যাণকর। অতএব যদি এমনটা করা হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ তা'লা আপনারা এই জলসা থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হতে পারবেন।

আল্লাহ করুন! আপনারা সবাই এই জলসা থেকে সব দিক দিয়ে তথা ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক দিক থেকে কল্যাণ লাভকারী হোন, জ্ঞানগত দিক থেকে কল্যাণ লাভকারী হোন। আর জলসার যে কল্যাণ রয়েছে তা সদা আপনাদের জীবনের অংশ হয়ে থাকুক এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও জীবনের অংশ হয়ে থাকুক। আপনারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমনের মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন। ইনশাআল্লাহ আজ সন্ধ্যায় জলসার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। সেই উদ্বোধনী ভাষণ এবং পরবর্তীতে অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন এবং এর ওপর আমল করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এর তৌফিক দান করুন।

প্রথম খুতবার শেষাংশ.....

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, "হে আবু হুরায়রা! পুণ্যবান হয়ে যাও, তাহলে তুমি সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী হয়ে যাবে। স্বল্পে তুষ্ট থাকো, তাহলে তুমি সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ হয়ে যাবে। সুতরাং স্বল্পেতুষ্টতাও কৃতজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়। নিজের জন্য যা পছন্দ করো, তা অন্যদের জন্যও পছন্দ করো, তাহলে তুমি মুমিন হয়ে যাবে এবং প্রতিবেশীর সাথে যদি উত্তম আচরণ করো, তাহলে তুমি মুসলিম হয়ে যাবে। কম হাসো কারণ অতিরিক্ত হাসি হৃদয়কে মৃত বানিয়ে করে দেয়।

[সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ, হাদীস-৪২১৭]

অর্থাৎ, একজন ব্যক্তির উচিত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি আরও বেশি অনুগত হওয়া, নামাযে মনোযোগ দেওয়া এবং সারাক্ষণ ঠাট্টা-তামাশা না করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর উপদেশ অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্‌র প্রতি অবিরাম কৃতজ্ঞতা ও স্মরণের চিত্র তুলে ধরে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন।

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হাইজ, হাদীস-৫৫০, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৬]

সুতরাং তিনি তাঁর উম্মতের সামনে সর্বোচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছেন এবং আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এই শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয়ত, আমি সংক্ষেপে বলতে চাই, আগামী শুক্রবার থেকে ইনশাআল্লাহ্, যুক্তরাজ্য জামাতের বার্ষিক জলসাও শুরু হতে যাচ্ছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এটিকে সর্বতোভাবে বরকত দান করেন। তিনি যেন সকলকে সর্বতোভাবে তাঁর সুরক্ষায় ও নিরাপত্তায় রাখেন। বর্তমান বৈরী আবহাওয়ার কারণে যে তাপপ্রবাহ, এছাড়াও কিছু সমস্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে সকল প্রকার অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা করেন। একইভাবে, যারা দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ রয়েছেন, যাদেরকে কখনও কখনও এই প্রচণ্ড গরমে দাঁড়িয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং যাদের ওপর কঠিন দায়িত্বও রয়েছে, আল্লাহ্ যেন তাদেরকেও সর্বোত্তম উপায়ে নিজেদের দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য দান করেন।

বদরের কপি সংরক্ষণ করুন

এই সংবাদপত্র ধর্মীয় ও দুনিয়াবী জ্ঞানের এক অমূল্য ভাণ্ডার, যা দুনিয়াবী অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। এটি জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন পূরণ করে। বদরে কুরআনের আয়াত, হাদীসে নববী, মির্জা গোলাম আহমদের মালফুজাত ও লেখনীসমূহ এবং অসংখ্য পবিত্র উল্লেখ রয়েছে। এগুলো অধ্যয়ন করা, অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সেগুলো অনুসরণ করা এবং শিশুদের শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সকল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আল ফজলের কপি সংরক্ষণ করা এবং সেগুলোকে সঠিকভাবে রেকর্ডে সংগঠিত করে রাখা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

এই উপাদান, যা ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণকেন্দ্রিক, সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছ থেকে সম্মান দাবি করে। এটাকে অন্যান্য সংবাদপত্রের সাথে স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করা তার পবিত্রতা ও সম্মান লঙ্ঘনের সমতুল্য। যদি সংরক্ষণ করা সম্ভব না হয়, তবে সতর্কতার সাথে নিষ্পত্তি করুন যাতে এই পবিত্র লেখাগুলো অসম্মানিত না হয় এবং অভিযোগ বা অসম্মানের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

আশা করা যায় যে সম্প্রদায়ের সদস্যরা এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেবেন, এই প্রকাশনাগুলো থেকে পূর্ণভাবে উপকৃত হবেন এবং এই বিষয়গুলো মনে রাখবেন। (সম্পাদকীয়)

২ পাতার শেষাংশ.....

এটি সকলেরই জানা যে, এই সময় কাদিয়ানে প্রচণ্ড শীতের মৌসুম থাকে। সেই দিক থেকেও যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে আসা উচিত। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এটিও নির্দেশ রয়েছে যে, এই উদ্দেশ্যে যদি অল্প অল্প করে অর্থ সঞ্চয় করা হতে থাকে, তাহলে সহজেই সফরের ব্যয় ও সফরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হতে পারে।

অতএব, আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ শোনার জন্য এবং দোয়ায় শরিক হওয়ার জন্য- বিশেষত হযরত আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শক্তিশালী সাহায্যকারী হোন, যে ভাষণ ও দোয়া করেন, তাতে শরিক হওয়ার জন্য-এটিকে এক অমূল্য সম্পদ মনে করে এখন থেকেই এতে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া উচিত।

আর তাওফিক আল্লাহরই পক্ষ থেকে।

খিলাফতের সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক না থাকলে সবই বৃথা

-আফতাব আলম, জামশেদপুর

কখনো কখনো বিরোধীদের এমন কিছু মন্তব্য চোখে পড়ে, যেখানে তাঁরা নিজেরাই এই সত্য স্বীকার করে বসেন যে, জামা'তে আহমদিয়ার সঙ্গে অবশ্যই আল্লাহ্ রয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর এক বিরাট অংশ এই চিরন্তন সত্য সম্পর্কে অবগত নয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রজ্জু অর্থাৎ খিলাফতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, পৃথিবী ও আকাশ তারই হয়ে যায়। আর এই রজ্জু আঁকড়ে ধরা মোটেই সহজ নয়। আগুনের নদী পার হতে হয়, আর সেই আগুনের নদী কেবল সেই ব্যক্তিই পার হতে পারে, যে আল্লাহর পথনির্দেশের সামনে নিজের মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করে।

প্রকৃতপক্ষে এটি মানবজাতির একটি দুর্ভাগ্য যে, মানুষ নিজের বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞানের ওপর অধিক নির্ভর করে এবং আল্লাহর পথনির্দেশ অস্বীকার করাকে নিজের অধিকার মনে করে। যে সূচনা ইবলিস করেছিল, সেই প্রবণতা আজও অব্যাহত রয়েছে। এমন একদল মানুষও রয়েছে, যারা স্বীকার করে যে, মানুষের জন্য আল্লাহর পথনির্দেশ অপরিহার্য; কিন্তু তাদের মতে এই প্রয়োজন অতীতের বিষয় হয়ে গেছে এবং বর্তমানে এর কোনো প্রয়োজনই নেই। তারা এই উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে যে, অতীতে যেমন আল্লাহর পথনির্দেশের প্রয়োজন ছিল, বর্তমানেও ঠিক তেমনই এর প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান সময়ে আল্লাহর পথনির্দেশ অস্বীকার করে তারাও সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যারা আদৌ আল্লাহর পথনির্দেশের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে জামা'তে আহমদিয়া এই বিশ্বাসে পরিপূর্ণ যে, তার স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও কল্যাণ কেবল আল্লাহর রজ্জুকে পূর্ণ দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে আঁকড়ে ধরার মধ্যেই নিহিত। প্রত্যেক জ্ঞান, সম্পদ, মর্যাদা, জাঁকজমক এবং সিজদার কারণে কপালে পড়ে যাওয়া দাগ ইত্যাদি সবই বৃথা, যদি খিলাফতের সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক না থাকে। আর আমাদের গত একশ পনেরো বছরের খিলাফতের ইতিহাসও এ কথাই বলে যে, এই খিলাফতের কারণেই কাঁটায় ভরা পথও ক্রমশ সহজ হয়ে আসছে।

মানব ইতিহাসের সৎ বিশ্লেষণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, সময়ের ধুলোয় ভালো থেকে ভালো মতাদর্শের ওপরও পর্দা পড়ে যায়। তা এতটাই পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, মূল মতাদর্শটি কী ছিল, তা বোঝাই যায় না। খিলাফতে রাশেদার সমাপ্তির পর সর্বোত্তম ধর্মটি এতগুলো খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল যে, বিচারপতি মুনিরের ভাষায়, দুজন মাওলানাও ইসলামের একটি সংজ্ঞার ওপর একমত হতে পারেননি।

অন্যদিকে জামা'তে আহমদিয়ার একশ তেত্রিশ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। যে আহ্বান মহানবী (সা.)-এর সুযোগ্য বংশধর ও সত্যনিষ্ঠ প্রেমিক করেছিলেন, তাতে যের, জবর, পেশ কিংবা একটি বিন্দুরও পার্থক্য আপনি পাবেন না। ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখাই রয়ে গেছে, যা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে আমাদের দিয়েছিলেন।

আর এমনটি হবে নাই বা কেন? কারণ সূরা নূরের ইস্তিখলাফের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি খিলাফতের মাধ্যমে মুমিনদের ধর্মের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কোনো বিষয়ের ওপর মানুষ তখনই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, যখন তা পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে মুক্ত থাকে এবং সময়ের ধুলো তার চিহ্নকে অস্পষ্ট করতে বা কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর এটি কেবল খিলাফতে আহমদিয়ারই এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যে, পৃথিবীর সর্বত্র, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোটি কোটি মানুষ শুধু খিলাফতের হাতে ঐক্যবদ্ধই নয়, বরং তারা এর ওপর হৃদয় ও প্রাণ দিয়ে উৎসর্গীকৃত।

আপনি কাদিয়ানের পবিত্র নগরীর একজন অধিবাসী এবং ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক সমাজে বসবাসকারী একজন সাধারণ আহমদির জীবনযাপন পরীক্ষা করে দেখুন-তাঁদের চালচলন ও দেহভঙ্গিতেও সামান্যতম পার্থক্য খুঁজে পাবেন না। একই শিক্ষা, একই মতাদর্শ এবং একই উদ্দীপনা দেখতে পাবেন-আমরা যুগ-খলিফার পথনির্দেশে মানবজাতির হৃদয় জয় করব, মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে সমুন্নত রাখব এবং সকল মানুষকে এই পতাকার নিচে একত্রিত করব।

আবার সেই ইস্তিখলাফের আয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি হলো, খিলাফতের বরকতে আল্লাহ্ ভয়ের অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করবেন। খিলাফতে আহমদিয়ার একশ পনেরো বছরের ইতিহাসে আমরা আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখেছি।

ব্যক্তিগত ভয় কখনো চাকরি নিয়ে, কখনো পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে, কখনো ব্যবসায় ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কায়, কখনো সন্তান ও আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে হয়ে থাকে-ইত্যাদি। এমন পরিস্থিতিতে যখন বন্ধুরা তাঁদের দুঃখ-কষ্ট যুগ-খলিফার কাছে জানান এবং খলিফাতুল মসীহ্ তাঁদের জন্য দোয়া করেন, অতঃপর তাঁদের পরিস্থিতি ভালো হয়ে যায় এবং তাঁদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, তখন তাঁরা অন্যদের বলেন যে, তাঁরা হুযূরের কাছে দোয়ার আবেদন করেছিলেন এবং দেখতে দেখতে যেন মৃদুমন্দ বাতাস এসে গেল। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হওয়া কাজও সম্পন্ন হতে শুরু করল। এটি খিলাফতের এক মহান বরকত, যার মাধ্যমে প্রত্যেক আহমদি উপকৃত হচ্ছে।

এরপর জামা'তের ওপর জাতীয় পর্যায়ে ভয়ের বহু সময়ও এসেছে এবং এখনো আসছে। দৃঢ় আশা রয়েছে যে, অতীতে যেভাবে খিলাফতের বরকত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি ভয়ের চিহ্ন মুছে দিয়েছে এবং ভয়ের অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করেছে, ইনশাআল্লাহ আজও এবং আগামী দিনেও তেমনই হবে। কারণ মহানবী (সা.)-এর যে আল্লাহর সঙ্গে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতির সত্যবাদী আল্লাহ্। আল্লাহ্ যখন বলে দিয়েছেন যে, তিনি খিলাফতের বরকতে ভয়ের অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করবেন, তখন ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তা পরিবর্তিত হবে।

এখানে আমি আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি। যখন একটি সরকারের রাষ্ট্রপতি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরে ফাঁসির দড়িতে ঝুললেন, তখন এক বিশাল জনতা ভাগলপুরের আহমদিয়া মসজিদের ওপর আক্রমণ করেছিল। আমরা কয়েকজন মসজিদের ভেতরে উপস্থিত ছিলাম। আমার বাড়ি শাহি মঞ্জিল মসজিদের পাশেই ছিল। আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখেছি। আমি যখন জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে মসজিদে পৌঁছলাম, তখন সেখানে শত শত লোকের ভিড় ছিল। তারা চাইলে আমার সঙ্গে যেকোনো কিছু করতে পারত। কিন্তু আমি তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যেতে দেখলাম। আমার অন্য ভাইয়েরাও ইতিমধ্যে মসজিদে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই পুরো মসজিদ খালি হয়ে গেল। পুরো রাস্তা দাঙ্গাকারীদের জুতা ও চপ্পলে ভরে গিয়েছিল।

এটি সত্য যে, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জামা'ত কিয়ামত পর্যন্ত খিলাফতের বরকত দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এটিও একটি সত্য যে, আল্লাহ্ সূরা নূরের ইস্তিখলাফের আয়াতে এটিকে সৎকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন।

আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ সৎকর্মের রহস্যসমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখে না। তাই আমি আমার বয়োজ্যেষ্ঠদের কর্মকাণ্ডের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়েছি। কারণ যাই হোক না কেন, আমরা তো খিলাফতের মৃদুমন্দ বাতাস উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। আর আমাদের মধ্যে খিলাফতের মহান বরকতগুলো তো এ কথাই নির্দেশ করছে যে, অবশ্যই তাঁদের পদক্ষেপ সৎকর্মের দিকেই অগ্রসর হয়েছিল।

সেই কর্মকাণ্ডের মধ্যে ইবাদতের উচ্চ মর্যাদা যেমন ছিল, তেমনি ছিল জীবন, সম্পদ, সময় ও সম্মানের মহান ত্যাগ। এর পাশাপাশি ছিল জামা'তের ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠাবানদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা।

আমি আমার বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে এই উপলব্ধিকে বিকশিত হতে দেখেছি যে, যুগ-খলিফার প্রতি যত বেশি ভালোবাসা থাকে, জামা'তের ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের আনুগত্য ও বাধ্যতাও তত বেশি হয়। যুগ-খলিফা এবং জামা'তের ব্যবস্থার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী এমন আত্মনিবেদিত আহমদিরা অত্যন্ত বিনয়ী হয়ে থাকেন। তাঁদের হৃদয়ের কোনো কোণেই এই অনুভূতি থাকে না যে, আমি বেশি যোগ্য, অথবা বেশি শিক্ষিত, অথবা আমি অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকারকারী, অথবা আমার অধিক মর্যাদা ও জাঁকজমক রয়েছে। জামা'তের একজন সাধারণ খাদেমের সামনেও তাঁরা ঠিক তেমনভাবেই মাথা নত করেন, যেমন তাঁরা বড়দের সামনে মাথা নত করেন।

আমি দেখেছি, পদাধিকারীদেরও সাবেক পদাধিকারীদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ ছিল। সমালোচনার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি ছিল এবং তাঁরা সেবাকে আল্লাহর অনুগ্রহ বলে মনে করতেন।

এরপর ওয়াকিফে-জীবন, সম্মানিত মুবাল্লিগ ও মু'আল্লিমদের মর্যাদা ও সম্মান করাও অত্যন্ত জরুরি। আমি আমার বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে ওয়াকিফে-জীবনদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার এক অসাধারণ অনুভূতি দেখেছি। শেষাংশ ১৬ পাতায়....

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)

২০ অক্টোবর, রবিবার ২০১৩

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা খুদ্দামুল আহমদিয়া অস্ট্রেলিয়ার হুযুর আনওয়ারের সঙ্গে বৈঠক

আতফালের সিলেবাস সম্পর্কে হুযুর আনওয়ার বলেন, "'ওয়াকফে নও'-এর নিজস্ব সিলেবাস রয়েছে। আপনারা নিজেদের সিলেবাস তৈরি করুন।"

হুযুর আনওয়ার বলেন, "যুক্তরাজ্যে সদর খুদ্দামুল আহমদিয়া এমনভাবে কর্মসূচি তৈরি করেছেন যে, তাঁরা ওয়াকফে নও-এর সিলেবাস গ্রহণ করেছেন এবং এর মধ্যে যেসব অতিরিক্ত বিষয় সংযোজন করা প্রয়োজন ছিল, সেগুলো সংযোজন করে এখন এই সিলেবাসটিই রেখেছেন এবং এটিই অনুসরণ করছেন।"

হুযুর আনওয়ার বলেন, "আপনারাও এভাবে করতে পারেন। ওয়াকফে নও-এর সিলেবাস নিয়ে এর মধ্যে যেসব অতিরিক্ত বিষয় সংযোজন করা প্রয়োজন, সেগুলো সংযোজন করে তারপর সেটিকে নিজেদের সিলেবাস হিসেবে গ্রহণ করুন।"

হুযুর আনওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যে, "আহমদিয়া মুসলিম স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন" বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। এই অ্যাসোসিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেমিনারের আয়োজন করে। কখনো কখনো ধর্মীয় বিষয়ের ওপর সেমিনার হয়, যার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর হয় এবং জামা'তেরও পরিচয় হয়। আবার কখনো বিভিন্ন গবেষণামূলক বিষয়ের ওপর সেমিনার হয়। আপনারাও এভাবে করতে পারেন।

এ প্রশ্নও করা হয়েছিল যে, এখানে খুদ্দামুল আহমদিয়ার আলাদা কোনো অ্যাকাউন্ট নেই। হুযুর আনওয়ার বলেন, "এ ব্যাপারে অনেক বিষয় দেখতে হয়। কিছু আইনগত বিষয়ও দেখতে হয় যে, এটি করা সম্ভব কি না। তাই আপনারা লিখিতভাবে দিন, এরপর তা পর্যালোচনা করে আপনাদের জানানো হবে।"

চ্যারিটি ওয়াক সম্পর্কে হুযুর আনওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যে, খুদ্দামুল আহমদিয়া নিজেদের পৃথক চ্যারিটি ওয়াক করবে। যুক্তরাজ্যে এবং আরও কিছু দেশে জামা'ত নিজেদের পৃথক চ্যারিটি ওয়াক করে। আনসাররা পৃথকভাবে করেন এবং খুদ্দামরা পৃথকভাবে করেন। হুযুর আনওয়ার বলেন, "খুদ্দামুল আহমদিয়া যুক্তরাজ্য তাদের চ্যারিটি ওয়াকের মাধ্যমে তিন লক্ষ তিন হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করেছিল। পরবর্তীতে তা বিভিন্ন চ্যারিটিকে প্রদান করা হয়।"

হুযুর আনওয়ার বলেন, "হিউম্যানিটি ফার্স্ট সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। আপনারা যে চ্যারিটি ওয়াক করবেন, তা জামা'ত হিসেবে এবং নিজ নিজ অঙ্গ-সংগঠনের অধীনে করবেন এবং এ ব্যাপারে যে প্রেস ও মিডিয়া কভারেজ হবে, তা আপনাদের নামেই হবে।"

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনওয়ার বলেন, "কোনো ব্যক্তি যদি নিজের কোনো অঙ্গ (Organ) দান করেন, তাহলে তা জায়েয। এর মাধ্যমে অন্য কোনো দরিদ্র মানুষের উপকার হবে। এটি দানে কোনো অসুবিধা নেই।"

হুযুর আনওয়ার বলেন, "শিশুদের ক্লাসে এবং ছাত্রদের ক্লাসে আমি এর উত্তর দিয়ে দিয়েছি। আপনারা এমটিএ দেখবেন।"

নিজেদের মজলিসগুলোর মধ্যে অনলাইন চিঠিপত্রের বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনওয়ার, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শক্তিশালী সাহায্যকারী হোন, বলেন, "কিছু বিশেষ আর্থিক বিষয় থাকে এবং শাখা সাধারণের কিছু নির্দেশনা থাকে, যা অনলাইনে পাঠানো উচিত নয়। তাই নিয়মিতভাবে লিখে কেন্দ্র থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করুন।"

মজলিসে আমেলা খুদ্দামুল আহমদিয়ার হুযুর আনওয়ারের সঙ্গে এই বৈঠক সন্ধ্যা সাতটায় শেষ হয়।

বৈঠকের শেষে হুযুর আনওয়ার, (আই.) আমেলার সদস্যদের কলম উপহার দেন এবং তাঁদের সঙ্গে সম্মিলিত গ্রুপ ফটো তোলারও সৌভাগ্য প্রদান করেন।

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা আনসারুল্লাহ অস্ট্রেলিয়ার হুযুর আনওয়ারের সঙ্গে বৈঠক

এরপর কর্মসূচি অনুযায়ী ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা আনসারুল্লাহ অস্ট্রেলিয়ার হুযুর আনওয়ারের সঙ্গে বৈঠক শুরু হয়। হুযুর আনওয়ার দোয়া করান।

সর্বপ্রথম কায়েদে উমুমির কাছে হুযুর আনওয়ার মজলিসের সংখ্যা সম্পর্কে জানতে চান। কায়েদে উমুমি জানান যে, আনসারুল্লাহর ১৪টি মজলিস রয়েছে এবং সকল মজলিসের পক্ষ থেকে নিয়মিত রিপোর্ট আসে। হুযুর আনওয়ার বলেন, "তাঁদের সব রিপোর্ট পড়ে টেলিফোনে নয়, লিখিতভাবে মন্তব্য পাঠাবেন। প্রত্যেক রিপোর্টের ওপর মন্তব্য থাকা উচিত-এটি অত্যন্ত জরুরি।"

কায়েদে মাল তাঁর রিপোর্ট পেশ করে জানান যে, আনসারদের সংখ্যা ৪১১ এবং তাঁদের মোট বার্ষিক বাজেট ৯২ হাজার ডলার। হুযুর আনওয়ার বলেন, "কিছু আনসার তো খুব ভালো উপার্জন করেন। তাই আপনাদের চাঁদার পরিমাণ এর চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে এবং দ্বিগুণও হতে পারে।"

কায়েদে তবলীগের কাছে হুযুর আনওয়ার, (আই.) বয়'আত সম্পর্কে জানতে চান। এর উত্তরে কায়েদে তবলীগ জানান যে, আনসারুল্লাহ আটটি বয়'আত করিয়েছে। হুযুর আনওয়ার বলেন, "তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়মিত জামা'তের ব্যবস্থার অংশ করে নিন।"

হুযুর আনওয়ার বলেন, "আপনারা বছরে পঁচিশ-ত্রিশটি বয়'আতের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং তারপর চেষ্টা করে সেই লক্ষ্য অর্জন করুন। অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন জাতির মানুষ বসবাস করেন। তাঁদের মধ্যে তবলীগের জন্য পরিকল্পনা করুন এবং বয়'আত করান। চেষ্টা করলে আপনারা এই লক্ষ্যের চেয়েও বেশি বয়'আত অর্জন করতে পারেন।"

কায়েদে তারবিয়ত জানান যে, তিনি মাত্র নয়-দশ মাস হলো এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর আনওয়ার বলেন, "এই নয়-দশ মাসে আপনারা কী কাজ করেছেন?" তিনি আরজ করেন যে, সকল মজলিসের কাছে তারবিয়তের কর্মসূচি পাঠানো হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনওয়ার বলেন, "আপনাদের কাছে কি এমন কোনো রেকর্ড আছে যে, কতজন আনসার নিয়মিত নামাজ আদায় করেন?" এর উত্তরে তিনি আরজ করেন যে, ৪১১ জন আনসারের মধ্যে ২৭২ জন নিয়মিত নামাজ আদায় করেন। বাকিরা নিয়মিত নন।

এরপর হুযুর আনওয়ার বলেন, "সকলেরই নিয়মিতভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা উচিত। আনসারদের বয়স এমন যে, সকলেরই নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়মিত হওয়া উচিত। কুরআন শরিফ তিলাওয়াতের প্রতি মনোযোগ থাকা উচিত এবং প্রতিদিন তিলাওয়াত করা উচিত। এমটিএ-তে খুতবা শোনার প্রতিও মনোযোগ থাকা উচিত।"

হুযুর আনওয়ার বলেন, "আনসারদের তবলীগের কর্মসূচি তৈরি করে দিন, তাঁদের সাহিত্য দিন এবং তাঁদের বাইরে বের করুন। তাঁরা নিজেদের যোগাযোগ তৈরি করুন, সম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং তবলীগ করুন। এখন হীনমন্যতা থেকে বেরিয়ে আসুন এবং কাজ করুন।"

হুযুর আনওয়ার বলেন, "আপনারা বলছেন যে, আনসাররা ৪০ হাজার লিফলেট বিতরণ করেছে। এর মধ্যে ২০ হাজার তো একজন ব্যক্তি বিতরণ করেছেন, আর বাকি সবাই মিলে ২০ হাজার বিতরণ করেছেন।"

হুযুর আনওয়ার বলেন, "মজলিস আনসারুল্লাহ যুক্তরাজ্য 'লাইফ অব মুহাম্মদ' বইটি ৫০ হাজার কপি বিতরণ করেছে। একইভাবে 'ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস অ্যান্ড দ্য পাথওয়ে টু পিস' বইটি ৪০ হাজার কপি বিতরণ করেছে। তাঁরা এই বইটি বিপুল সংখ্যায় প্রকাশ করিয়েছেন এবং এরপর নিয়মিত পরিকল্পনা করে তা বিতরণ করেছেন।"

হুযুর আনওয়ার বলেন, "আনসারুল্লাহর নামে চ্যারিটি ওয়াক হওয়া উচিত। একইভাবে এখানে বৃক্ষরোপণেরও আগ্রহ রয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করে তারপর গাছ লাগান, চারা রোপণ করুন এবং একইভাবে অন্যান্য সেবামূলক কাজ করুন।

যখন প্রেস ও মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদের মানবসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজগুলো মানুষের সামনে আসবে, তখন তাঁদের সামনে ইসলামের একটি সুন্দর ও উত্তম চিত্র উপস্থাপিত হবে এবং অন্যান্য চরমপন্থীদের আচরণের কারণে ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁদের যে আপত্তি রয়েছে, সেগুলো দূর হবে।

সুতরাং যখন আপনারা বিভিন্ন চ্যারিটি সংস্থার কাছে অর্থের চেক প্রদান করবেন, তখন নিয়মিত একটি অনুষ্ঠান করে তা প্রদান করুন এবং মিডিয়ার লোকদেরও আমন্ত্রণ জানান। স্থানীয় প্রশাসনের লোকজনও সেখানে থাকবেন।

এটি এ কারণে নয় যে, আমরা কারও ওপর কোনো অনুগ্রহ করছি। বরং এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে, ইসলামের যে ভয়াবহ চিত্র তৈরি হয়েছে, বিশেষত মিডিয়ার মাধ্যমে যে চিত্র তৈরি করা হয়েছে, তা যেন দূর হয়। এটি কোনো লোকদেখানো বিষয় নয়; বরং আন্তরিকতার সঙ্গে ইসলামের সুন্দর চেহারা অমুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করাই উদ্দেশ্য।"

হুযুর আনওয়ার বলেন, "চ্যারিটি ওয়াক এবং অনুদানের মাধ্যমে আপনারা যে অর্থ সংগ্রহ করবেন, তার ৩০ শতাংশ হিউম্যানিটি ফার্স্টকে দিন এবং ৭০ শতাংশ স্থানীয় চ্যারিটিগুলোকে দিন। এর ফলে আপনাদের পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে, এটি তবলীগের মাধ্যম হবে এবং ইসলামের ভুল চিত্রের ধারণা দূর হবে।"

হুযুর আনওয়ার বলেন, "আপনারা সকল আনসারকে এ বিষয়ে মনোযোগী করুন যে, তাঁরা যেন নিজেদের ঘরে সন্তানদের তদারক করেন-তারা নামাজ পড়ছে কি না, কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করছে কি না। তাদের নিজেদের সঙ্গে মসজিদে নিয়ে আসুন, যাতে তাদের মসজিদে আসার অভ্যাস হয়। তাদের দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দিন এবং তাদের তারবিয়ত করুন।"

কায়েদে তা'লিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযীর প্রতি নির্দেশ প্রদান করে হুযুর আনওয়ার বলেন, "ওয়াকফে আরযীর কর্মসূচি তৈরি করুন। বছরে দুই-তিনবার ওয়াকফে আরযী করুন। আনসাররা ওয়াকফে আরযীর সময় শিশুদের ক্লাস নেবেন এবং তাদের কুরআন শরিফ পড়াবেন ও ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো তাদের বলবেন।"

শেষাংশ ১৬ পাতায়....

সীরাত খাতামান নাবীঈন

-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)

হিলফুল ফুযুল

প্রাচীন যুগে আরবের কিছু সম্ভ্রান্ত ও মহানুভব ব্যক্তি এই চিন্তা করেছিলেন যে, তারা পরস্পরের সঙ্গে এমন একটি অঙ্গীকার করবেন যে, তারা সর্বদা হকদার ব্যক্তিকে তার অধিকার লাভে সাহায্য করবেন এবং অত্যাচারীকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখবেন। আর আরবি ভাষায় যেহেতু 'হক'-কেও 'ফযল' বলা হয়, যার বহুবচন 'ফুযূল'; তাই এই চুক্তির নাম রাখা হয়েছিল হিলফুল ফুযূল। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী, যেসব ব্যক্তি এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁদের নামের মধ্যে 'ফযল' শব্দটি ছিল; এ কারণেও এই অঙ্গীকার 'হিলফুল ফুযূল' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

হরব-ই-ফিজারের পর এবং সম্ভবত সেই যুদ্ধের প্রভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা যুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিবের মনে এই আন্দোলন সৃষ্টি হয় যে, এই অঙ্গীকারকে পুনরায় নবায়ন করা হোক। অতঃপর তাঁর উদ্যোগে কুরাইশের কয়েকটি গোত্রের প্রতিনিধিরা আবদুল্লাহ্ বিন জুদআনের বাড়িতে একত্রিত হন, যেখানে আবদুল্লাহ্ বিন জুদআনের পক্ষ থেকে একটি ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরপর সবাই একমত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে শপথ করেন যে, তারা সর্বদা অত্যাচার প্রতিহত করবেন এবং অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন। এই অঙ্গীকারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ, বনু যোহরা এবং বনু তাইম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-ও এ সময় উপস্থিত ছিলেন এবং এই চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাই নবুওয়তের যুগে একবার তিনি বলেছিলেন, "আমি আবদুল্লাহ্ বিন জুদআনের বাড়িতে এমন একটি শপথে অংশগ্রহণ করেছিলাম যে, আজও যদি ইসলামের যুগে কেউ আমাকে তার দিকে আহ্বান করে, তাহলে আমি অবশ্যই তাতে সাড়া দেব।"

সম্ভবত এই চিন্তারই প্রভাব ছিল যে, একবার আমীর মু'আবিয়ার যুগে তাঁর ভাতিজা ওয়ালিদ বিন উতবা বিন আবু সুফিয়ান, যিনি সে সময় মদিনার আমীর ছিলেন, হযরত হুসাইন (রা.) বিন আলী (রা.) বিন আবি তালিবের কোনো অধিকার আত্মসাৎ করেছিলেন। তখন হযরত হুসাইন (রা.) বললেন, "আল্লাহর কসম! ওয়ালিদ যদি আমার অধিকার আমাকে না দেন, তাহলে আমি তরবারি বের করে মসজিদে নববীতে দাঁড়াব এবং হিলফুল ফুযূলের দিকে লোকদের আহ্বান করব।"

যখন আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর এ কথা শুনলেন, তখন বললেন, "হুসাইন (রা.) যদি সেই শপথের দিকে আহ্বান করেন, তাহলে আমি অবশ্যই তাতে সাড়া দেব এবং আমরা হয় তাঁর অধিকার আদায় করে দেব, অথবা এই প্রচেষ্টায় সবাই নিহত হয়ে যাব।" আরও কয়েকজন ব্যক্তি একই ধরনের কথা বললেন। এতে ওয়ালিদ ভীত হয়ে পড়লেন এবং তিনি হযরত হুসাইন (রা.)-এর অধিকার আদায় করে দিলেন। মনে রাখা উচিত যে, আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর বনু আসাদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা হিলফুল ফুযূলে অংশগ্রহণ করেছিল।

পবিত্র দেহাবয়ব

এখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুবক ছিলেন এবং তাঁর শারীরিক বৃদ্ধি পূর্ণতা লাভ করেছিল। তাই এ সময় তাঁর পবিত্র আকৃতি বর্ণনা করা উপযুক্ত হবে।

লেখা হয়েছে যে, তিনি মধ্যম উচ্চতার ছিলেন। তাঁর গাত্রবর্ণ অত্যন্ত সুন্দর ছিল; অর্থাৎ অতিরিক্ত ফর্সা নয়, যা দেখতে অসুন্দর লাগে, আবার গমবর্ণও নয়; বরং গমবর্ণের তুলনায় কিছুটা ফর্সা ছিল। তাঁর মাথার চুল সম্পূর্ণ সোজা ও খাড়া ছিল না; বরং কিছুটা কোঁকড়ানো ছিল। তাঁর দাড়ি ঘন ও সুন্দর ছিল। তাঁর শরীর ছিল মধ্যম আকৃতির। তাঁর ত্বক কোমল ও মসৃণ ছিল এবং তাঁর শরীর ও ঘামে এক ধরনের সুগন্ধ পাওয়া যেত। তাঁর মাথা বড় ছিল। বুক প্রশস্ত ছিল। হাত-পা ছিল পরিপুষ্ট। হাতের তালু ছিল প্রশস্ত। মুখমণ্ডল গোলাকার। কপাল ও নাক উঁচু। চোখ কালো ও উজ্জ্বল এবং চোখের পাপড়ি দীর্ঘ ছিল। চলাফেরায় গাম্ভীর্য ছিল; তবে সাধারণত তিনি দ্রুত পদক্ষেপে চলতেন। কথাবার্তায় ধীরতা ছিল, এমনকি শ্রোতা চাইলে তাঁর উচ্চারিত শব্দগুলো গুনে নিতে পারত। রাগের সময় তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে যেত এবং আনন্দের সময়ও তা উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুইর তাঁর পবিত্র আকৃতি বর্ণনা করে লিখেছেন:

"তাঁর নেতৃসুলভ ব্যক্তিত্ব একজন অপরিচিত ব্যক্তির মনে এমন এক ধরনের ভীতি ও শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করত, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু যখন সে তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেত এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠত, তখন তার হৃদয়ে ভয় ও আতঙ্কের পরিবর্তে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আবেগ সৃষ্টি হতে শুরু করত।"

ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা

উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এখন যুবক ছিলেন এবং জীবনের কর্মব্যস্ততায় প্রবেশ করার সময় এসেছিল। আর যেহেতু আবু তালিবের আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না, তাই এ প্রয়োজনও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোনো উপযুক্ত কাজ শুরু করে তাঁর ওপরের বোঝা কিছুটা হালকা করবেন। অতএব, আবু তালিবের ইচ্ছা ও উৎসাহে তিনি ব্যবসার কাজ শুরু করেন।

মক্কা থেকে ব্যবসায়ী কাফেলাগুলো বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে যেত। দক্ষিণে ইয়ামান এবং উত্তরে শামের দিকে নিয়মিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ চলত। এ ছাড়াও বাহরাইন ইত্যাদি অঞ্চলের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাধারণত এসব দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে গিয়েছেন এবং প্রতিবারই অত্যন্ত সততা, আমানতদারি, সুন্দর আচরণ ও দক্ষতার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন।

মক্কায়ও যেসব মানুষের সঙ্গে তাঁর লেনদেন হতো, তাঁরা সবাই তাঁর প্রশংসায় মুখর ছিলেন। যেমন, সায়েব নামে একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে তাঁর প্রশংসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "আমি তাঁকে তোমাদের চেয়ে বেশি জানি।" সায়েব বললেন, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর আমার মা-বাবা উৎসর্গিত হোক। একবার আপনি ব্যবসায় আমার অংশীদার ছিলেন এবং আপনি সর্বদা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সৎ লেনদেন করেছেন।"

আবদুল্লাহ্ বিন আবিল হামসা নামে আরেকজন সাহাবী বর্ণনা করেন যে, নবুওয়তের পূর্বে একবার তাঁর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোনো ব্যবসায়িক লেনদেন হয়েছিল এবং তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কিছু হিসাব বাকি ছিল। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেছিলেন, "আপনি এখানেই এই জায়গায় অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসছি।" কিন্তু তিনি তা ভুলে গেলেন এবং তিন দিন পর তাঁর কথা মনে পড়ল। সে সময় তিনি ওই দিকে গেলে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। তবে তিনি তাঁকে শুধু বললেন, "তুমি আমাকে কষ্টে ফেলেছ। আমি এখানে তিন দিন ধরে তোমার অপেক্ষা করছি।"

এ থেকে সম্ভবত এ অর্থ বোঝায় না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটানা তিন দিন একই স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন; বরং উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, তিনি উপযুক্ত সময়ে বারবার ওই স্থানে গিয়ে দীর্ঘ সময় আবদুল্লাহর জন্য অপেক্ষা করতেন, যাতে আবদুল্লাহর তাঁকে খুঁজতে গিয়ে কোনো ধরনের কষ্ট না হয়।

এই ধরনের ঘটনাবলির কারণেই মক্কার লোকদের মধ্যে তাঁর নাম আল-আমীন হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সততা ও আমানতদারির কারণে সবাই তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করত এবং তাঁকে অত্যন্ত সত্যবাদী ও সঠিক কথার মানুষ বলে বিশ্বাস করত।

ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সূচনা এভাবে হয় যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বয়স প্রায় পঁচিশ বছর হয়, তখন খাদিজা (রা.) বিনতে খুওয়াইলিদ, যিনি বনু আসাদ গোত্রের একজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনী মহিলা ছিলেন এবং মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁর বড় অংশ ছিল, তাঁকে ব্যবসায়িক পণ্য দিয়ে শামের দিকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পাঠান এবং তাঁর দাস মাইসারাকে তাঁর সঙ্গে দিয়ে দেন।

এই সফরে তাঁর পরিশ্রম, বরকত ও সততার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে অনেক লাভ হয় এবং তিনি অত্যন্ত সফলভাবে ফিরে আসেন। এভাবেই তিনি আরও দুই-তিনটি বাণিজ্যিক সফর অন্যান্য অঞ্চলের দিকে করেছিলেন।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহ

হযরত খাদিজা (রা.) একজন বিধবা ও সন্তানসন্ততিসম্পন্ন নারী ছিলেন এবং পরপর দুইজন স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু উভয় স্বামীই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

যেহেতু তিনি অত্যন্ত সম্মানিত, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন, এমনকি তাঁর সম্ভ্রান্ততার কারণে তাঁর নাম 'তাহিরা' হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।১? তাই মক্কার বহু লোক তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু তিনি সকলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে পরিচয় ও লেনদেনের সুযোগ হলো এবং তিনি তাঁর উত্তম নৈতিক গুণাবলি ও যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করলেন এবং তাঁর সেবক মাইসারাকেও তাঁর প্রশংসায় মুখর দেখতে পেলেন, তখন তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু তালিবের পরামর্শক্রমে তা গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং হযরত খাদিজা (রা.)-এর নিকটাত্মীয়রা একত্রিত হলেন এবং আবু তালিব পাঁচশত দিরহাম মোহর নির্ধারণ করে হযরত খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিবাহ সম্পন্ন করলেন।

সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং হযরত খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। অর্থাৎ হযরত খাদিজা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে পনেরো বছর বড় ছিলেন। এই বিবাহের সময় হযরত খাদিজা (রা.)-এর পিতা খুয়াইলিদ ইবনে আসাদ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই হযরত খাদিজা (রা.)-এর পক্ষ থেকে তাঁর চাচা আমর ইবনে আসাদ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সীরাতুল মাহদী

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

{৯০} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব সানুরী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, বশীর আউয়ালের জন্মের সময় আমি কাদিয়ানে ছিলাম। প্রায় মধ্যরাতের সময় হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) মসজিদে তাশরিফ আনলেন এবং আমাকে বললেন, "মিয়া আবদুল্লাহ, এই সময় আমাদের ঘরে প্রসব বেদনার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। আপনি এখানে ইয়াসীন পড়ুন, আর আমি ভেতরে গিয়ে পড়ি।" আর তিনি বললেন যে, ইয়াসীন পড়া রোগীর কষ্ট কমিয়ে দেয়; তাই মৃত্যুযন্ত্রণার সময়ও এজন্য ইয়াসীন পড়া হয় যেন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির কষ্ট না হয়। এবং ইয়াসীন সমাপ্ত হওয়ার আগেই কষ্ট দূর হয়ে যায়। এরপর হুযুর ভেতরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন এবং আমি ইয়াসীন পড়তে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর, যখন আমার ইয়াসীন তখনো শেষ হয়নি, আপনি মুচকি হাসতে হাসতে আবার মসজিদে তাশরিফ আনলেন এবং বললেন, "আমাদের ঘরে একটি ছেলে জন্ম নিয়েছে।" এরপর হযরত সাহেব ভেতরে এলেন, আর আমি আনন্দের আবেগে মসজিদের উপর উঠে উচ্চস্বরে "মুবারকবাদ, মুবারকবাদ" বলতে লাগলাম।

{৯১} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হযরত ওয়ালিদা সাহেবা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আমার বিবাহ হলো এবং আমি এক মাস কাদিয়ানে অবস্থান করে পুনরায় দিল্লি ফিরে গেলাম, সেই দিনগুলোতে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) আমাকে একটি পত্র লিখলেন যে, "আমি স্বপ্নে তোমার তিনটি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে দেখেছি।" ওয়ালিদা সাহেবা বলতেন যে, আমার মনে দুটি ছিল, কিন্তু হযরত সাহেব বলতেন, "না, আমি তিনটি দেখেছি" এবং তিনটিই লিখেছিলেন।

{৯২} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমার শ্রদ্ধেয়া মা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাজেও কেমন গোপনীয়তা থাকে। পুত্র মওউদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন যে, তিনি তিনকে চার করে দেবেন; কিন্তু আমাদের বর্তমান সকল ছেলেই কোনো না কোনোভাবে তিনকে চার করার মতো। সেই অনুসারে ওয়ালিদা সাহেবা বলতেন যে, মিয়া (হযরত খলীফাতুল মসীহ দ্বিতীয়) সম্পর্কে হযরত সাহেব এভাবে তিনকে চার করার সাব্যস্ত করেছিলেন যে, মির্যা সুলতান আহমদ ও ফযল আহমদকেও গণনা করে নিয়েছিলেন, আর প্রয়াত বশীর আউয়ালকেও... ...(খাকসার লেখককে) এভাবে যে কেবল জীবিত ছেলেদের গণনা করে নিয়েছিলেন এবং প্রয়াত বশীর আউয়ালকে বাদ দিয়েছিলেন। শরীফ আহমদের ব্যাপারে এভাবে সাব্যস্ত করেছিলেন যে, তাঁর প্রথম স্ত্রীর ছেলে মির্যা সুলতান আহমদ ও ফযল আহমদকে বাদ দিয়ে আমার সকল ছেলে জীবিত-প্রয়াত গণনা করে নিয়েছিলেন। আর মুবারকের ব্যাপারে এভাবে যে আমার কেবল জীবিত ছেলেদের গণনা করে নিয়েছিলেন এবং প্রয়াত বশীর আউয়ালকে বাদ দিয়েছিলেন।

{৯৩} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমার শ্রদ্ধেয়া মা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)-এর ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ে তাঁর নিজের মৃত্যু সম্পর্কে ইলহাম ও স্বপ্ন প্রচুর পরিমাণে শুরু হয়ে গিয়েছিল। যখন তিনি লাহোরে এলেন, তখন সেখানে আরও অধিক পরিমাণে এমন ইলহাম হতে শুরু করল। এই কারণে এবং এমনিতেও কিছুটা-আমি ঘাবড়ে গিয়ে একদিন হযরত সাহেবকে বললাম, "চলুন, এখন কাদিয়ানে ফিরে যাই।" হযরত সাহেব বললেন, "এখন তো যখন আল্লাহ আমাদের নিয়ে যাবেন, তখনই যাব।" খাকসার নিবেদন করছে যে, এটিও হযরত সাহেবের সত্যতার একটি প্রমাণ যে, তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে এত অধিক পরিমাণে ইলহাম হওয়া সত্ত্বেও-এবং মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে তো অবস্থা এমন ছিল যেন মৃত্যু একেবারে মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে-তিনি তাঁর কাজে একই তৎপরতার সাথে লেগে ছিলেন, বরং আরও বেশি আগ্রহ, উৎসাহ ও পরিশ্রমের সাথে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। ফলে যে সময় তাঁর ইন্তেকাল হলো, সেই দিনগুলোতেও তিনি "পয়গামে সুলাহ" পুস্তিকা রচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং বক্তৃতার ধারাও সমানভাবে চলছিল। অন্য কেউ হলে মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদে তার হাত-পা ঢিলে হয়ে যেত, আর কোনো মিথ্যাবাদী হলে এই সময়টাই ছিল তার গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ার সময়।

{৯৪} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। খাকসার নিবেদন করছে যে, ২৫শে মে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আসরের নামাযের পর, অর্থাৎ তাঁর ইন্তেকালের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে, হুযুর লাহোরে খাজা কামালউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে-যেখানে নামায হতো-একটি বড় আবেগপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। এর কারণ ছিল এই যে, মৌলভী ইব্রাহীম শিয়ালকোটির পক্ষ থেকে একজন ব্যক্তি বাহাসের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলেন। তিনি (আ.) বাহাসের শর্তাবলীর জন্য মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবকে নিযুক্ত করলেন এবং তারপর সেই ব্যক্তির উপস্থিতিতে একটি অত্যন্ত জোরালো ভাষণ দিলেন। আর যেভাবে আবেগের সময় তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে যেত, সেভাবেই তখনও ঠিক এই অবস্থা ছিল। এই ভাষণের কিছু বাক্য এখনও আমার কানে বাজে। তিনি বললেন, "তোমরা ঈসাকে মরতে দাও, কেননা এতেই ইসলামের জীবন নিহিত।" আরও বললেন, "এখন আমরা তো আমাদের কাজ সমাপ্ত করে ফেলেছি।"

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

{৯৫} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হাজী আব্দুল মজীদ সাহেব লুধিয়ানভী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হুযুর লুধিয়ানায় ছিলেন। আমার বাড়িতে একটি নিমগাছ ছিল; যেহেতু বর্ষাকাল ছিল, তার পাতাগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে সবুজ ছিল। হুযুর আমাকে বললেন, "হাজী সাহেব, এই গাছের পাতাগুলোর দিকে দেখুন, কত সুন্দর!" হাজী সাহেব বলেন যে, সেই সময় আমি লক্ষ্য করলাম যে, আপনার চোখ অশ্রুতে ভরা ছিল।

{৯৬} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হাজী আব্দুল মজীদ সাহেব আমাদের বর্ণনা করেছেন যে, একবার যখন "আযালা-এ-আওহাম" প্রকাশিত হয়েছিল, হযরত সাহেব লুধিয়ানায় বাইরে হাঁটাহাঁটির জন্য এলেন। আমি এবং হাফেয হামেদ আলী সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে হাফেয হামেদ আলী আমাকে বললেন যে, আজ রাতে-অথবা সম্ভবত বলেছিলেন এই দিনগুলোতে-হযরত সাহেবের কাছে ইলহাম হয়েছে যে, "সালতানাতে বরতানিয়া তা-হাশ্‌ত সাল বা'দ আযাঁ আইয়ামে যা'ফ ও ইখতিলাল" (ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আট বছর পর্যন্ত, তারপর দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলার দিনসমূহ)।

খাকসার নিবেদন করছে যে, যে মজলিসে হাজী আব্দুল মজীদ সাহেব এই বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেখানে মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব সানুরী বলেছিলেন যে, আমার মতে এই ইলহাম এই সময়কালের চেয়েও পুরোনো। হযরত সাহেব নিজে আমাকে এবং হাফেয হামেদ আলীকে এই ইলহাম শুনিয়েছিলেন, এবং আমার এই ইলহাম এভাবে মনে আছে: "সালতানাতে বিরতানিয়া তা-হাফত সাল, বা'দ আযাঁ বাশদ খিলাফ ও ইখতিলাল" (ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সাত বছর পর্যন্ত, তারপর হবে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা)। মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব বলতেন যে, দ্বিতীয় পঙক্তিটি আমার পাথরে খোদাই করা রেখার মতো মনে আছে যে এটাই ছিল, এবং "হাফত" (সাত) শব্দটিও মনে আছে। যখন হযরত সাহেব আমাদের এই ইলহাম শুনিয়েছিলেন, তখন মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী বিরোধী ছিলেন না। শেখ হামেদ আলী তাঁকেও গিয়ে শুনিয়েছিলেন। পরে যখন তিনি বিরোধী হয়ে গেলেন, তখন হযরত সাহেবের বিরুদ্ধে সরকারকে বিরূপ করার জন্য তিনি তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করলেন যে মির্যা সাহেব এই ইলহাম প্রকাশ করেছেন।

খাকসার নিবেদন করছে যে, মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব এবং হাজী আব্দুল মজীদ সাহেবের বর্ণনায় যে পার্থক্য রয়েছে, যদি তা কারো স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে না হয়ে থাকে, তাহলে এটাও সম্ভব যে, এই ইলহাম হুযুরের কাছে দুই সময়ে দুই ভিন্ন পাঠ অনুসারে হয়ে থাকতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন। আরও খাকসার নিবেদন করছে যে, এই ইলহামের বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। কেউ কেউ ইলহামের তারিখ থেকে মেয়াদ গণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর থেকে এর মেয়াদ গণনা করা হয়, কেননা হুযুর রানীর জন্য অনেক দোয়া করেছিলেন। আরও কেউ কেউ ভিন্ন অর্থ করেন। মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব বলতেন যে, আমার মতে এর মেয়াদ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আরম্ভ হয়। তিনি বলতেন যে, ঘটনাবলী এর সত্যতা প্রমাণ করে, এবং ঘটনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরই আমি এর এই অর্থ বুঝতে পেরেছি। খাকসার নিবেদন করছে যে, আমার মতে এর এই অর্থও হতে পারে যে, হযরত সাহেবের ইন্তেকাল থেকে এর মেয়াদ গণনা করা হোক, কেননা হযরত সাহেব নিজেকে ব্রিটিশ সরকারের জন্য একটি রক্ষাকবচ (হিরয) হিসেবে বর্ণনা করেছেন; সুতরাং রক্ষাকবচের উপস্থিতিতে মেয়াদ গণনা করা আমার মতে সঠিক নয়। এভাবে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা এবং সাত বা আট বছরের মেয়াদের সমাপ্তি একে অপরের সাথে মিলে যায়। আল্লাহই ভালো জানেন। খাকসার নিবেদন করছে যে, ব্রিটিশ সরকারের আমাদের উপর অনেক অনুগ্রহ রয়েছে; আমাদের দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ফিতনা থেকে হেফাযত করুন। (এছাড়া এই বর্ণনার আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন দ্বিতীয় খণ্ড, বর্ণনা নম্বর ৩১৪)

যুগ ইমামের বাণী

যদি খোদাকে দুনিয়াতে দেখতে চাও তাহলে তাঁর পথে উৎসর্গীত হয়ে যাও। যদি দুনিয়াতেই খোদাকে দেখতে চাও, তাহলে তাঁর জন্য আত্মবিলীন হও, সর্বতোভাবে তাঁরই হয়ে যাও। (রায়ে হাকীকাত, পৃ: ১১)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum and Family, Bhagbangola, (MSD)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
akhbaarbadarbanglaqdn@gmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর Weekly **BADAR** Qadian
কাদিয়ান

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028

Vol-11 Thursday,10-17 Sep 2026 Issue No.37-38

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১২ পাতার পর.....

আমার শ্রদ্ধেয় মরহুম পিতা সাইয়্যেদ আশিক হুসাইন সাহেব একবার আমার এক ভাইকে একজন মুবাল্লিগ সাহেবের সঙ্গে কথোপকথনের সময় উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনে দৌড়ে বাইরে চলে এসেছিলেন। সম্মানিত মাওলানা সাহেব বহুবার বলেছিলেন যে, আমরা কোনো একটি বিষয়ে আলোচনা করছিলাম এবং কথোপকথনের সময় কখনো কখনো কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে যায়। কিন্তু শ্রদ্ধেয় পিতা বারবার শুধু এই কথাই বলেছিলেন, "মাওলানা সাহেব! কারণ যাই হোক না কেন, আমার ছেলের কণ্ঠস্বর আপনার সামনে উঁচু হওয়া উচিত নয়।"

প্রত্যেক কষ্ট ও প্রত্যেক আনন্দের সময় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, "মাওলানা সাহেব, দোয়া করুন।" তিনি আমাদের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন যে, ওয়াকিফে-জীবনদের সেবা করো। আর যদি সেবা করার তাওফিক না-ও পাও, তবে কখনো এমন কাজ করো না, যার কারণে তাঁদের কষ্ট হয়।

সম্মানিত মুবাল্লিগদের প্রতি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও সম্মানের একটি যুগ সাক্ষী। শ্রদ্ধেয় সাইয়্যেদ ফযল আহমদ সাহেব, যিনি পুলিশের আই.জি. পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এত বড় পদে থাকা সত্ত্বেও মুবাল্লিগদের অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত ভালোবাসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

শ্রদ্ধেয় সাইয়্যেদ ফযল আহমদ সাহেব যখন জানতে পারলেন যে, আমার ছোট ভাই মুজাফফর আলম কাদিয়ানে সেবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, তখন তাঁর প্রতি তাঁর আচরণ ও ব্যবহার আরও বেশি স্নেহপূর্ণ ও সম্মানজনক হয়ে উঠল। এ ধরনের বহু ঘটনা মুক্তোর মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

এরপর জামা'তের বন্ধুদের হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিবারের প্রতি ভালোবাসার ঘটনাও অগণিত, যা হৃদয়কে উষ্ণ করে। আমার পিতার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পৌত্র হযরত মির্জা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের প্রতি অত্যন্ত গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই হযরত মির্জা ওয়াসিম আহমদ সাহেবকে দোয়ার চিঠি আমাদের দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। তাঁর সেই বাক্যটি আজও আমার মনে জীবন্ত রয়েছে: "অনুগ্রহ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দোয়া করুন।"

এরপর আমি তাঁকে শুধু সম্মানিত দরবেশদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও তাঁদের অনুগ্রহের স্বীকারকারী হিসেবেই দেখিনি, বরং তাঁদের সন্তানদের প্রতিও অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ দেখেছি। এই সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, সম্মানিত দরবেশরা মহান সেবা সম্পাদন করেছেন। এটিও সত্য যে, তাঁদের সন্তানরাও তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ দরবেশদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাদিয়ানের পবিত্র নগরীকে জীবন্ত ও সমৃদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।

দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রিয় হুযূর হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শক্তিশালী সাহায্যকারী হোন, তাঁর পবিত্র ছায়া দীর্ঘকাল আমাদের মাথার ওপর অটুট রাখুন এবং আল্লাহ্ করুন, খিলাফতের চিরস্থায়ী বরকত থেকে আমাদের প্রজন্মগুলো কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকে। আমীন!

(সূত্র: আল-ফযল, কাদিয়ান, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬)

*****

১৩১ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৫, ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৬ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

১৩ পাতার পর.....

হুযূর আনওয়ার বলেন, "এ ব্যাপারে আপনাদের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করতে হবে। বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং ফলো-আপ করতে হবে।"

হুযূর আনওয়ার, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শক্তিশালী সাহায্যকারী হোন, তাঁর খেদমতে এই রিপোর্ট পেশ করা হয় যে, এখানে অস্ট্রেলিয়ায় চীনা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক বেশি। এর পরিপ্রেক্ষিতে হুযূর আনওয়ার বলেন, "আমাদের কাছে চীনা ভাষায় সাহিত্য রয়েছে। 'পাথওয়ে টু পিস' বইটিরও চীনা ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে। লন্ডন থেকে চীনা সাহিত্য আনান, সিঙ্গাপুর থেকেও খোঁজ নিয়ে দেখুন। তাদের কাছেও চীনা ভাষার সাহিত্য রয়েছে। সেগুলো চীনাদের দিন। আর যারা আরব, তাদের আরবি ভাষায় সাহিত্য দিন। অন্যান্য জাতির লোকদের তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় সাহিত্য দিন।"

হুযূর আনওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যে, "কিছু বইয়ের মূল্য আপনারা বেশি নির্ধারণ করেছেন। যেমন, 'পাথওয়ে টু পিস' বইটি আপনারা পাঁচ ডলারে দিচ্ছেন। এটি দুই ডলারে দিন। মূল বিষয় হলো বার্তা পৌঁছে দেওয়া, অর্থ উপার্জন করা নয়।"

নায়েবে সদর দ্বিতীয় শ্রেণির কাছে হুযূর আনওয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি জানান যে, আনসারদের সাইক্লিং কম হয়, তবে অন্যান্য খেলাধুলা হয়।

হুযূর আনওয়ার বলেন, "বৃদ্ধরা নিজেদের বৃদ্ধ মনে করবেন না। চল্লিশ বছর বয়সের পরই যে আপনারা বৃদ্ধ হয়ে যাবেন, তা জরুরি নয়। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ দ্বিতীয় (রা.) বলেছিলেন, একজন খাদেম চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত খুদ্দামদের মধ্যে অত্যন্ত সক্রিয়তার সঙ্গে কাজ করেন, এরপর তিনি যখন আনসারদের মধ্যে আসেন তখন কেন অলস হয়ে যান, তা বোঝা যায় না। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনারা চিন্তা করুন এবং নিজেদের পর্যালোচনা করুন।"

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা আনসারুল্লাহর হুযূর আনওয়ারের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলতে থাকে। শেষে আনসাররা হুযূর আনওয়ারের সঙ্গে সম্মিলিত গ্রুপ ফটো তোলার সৌভাগ্য লাভ করেন। (অবশিষ্টাংশ পরবর্তীতে)

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৩)

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?
দুইশতবার দরূদ শরীফ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ آلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

(Holy is Allah and worthy of all praise. Holy is Allah,the Great. O Allah! bestow Your blessings on Muhammadsa and on the people of Muhammad sa.)

একশতবার 'আসতাগফিরুল্লাহ্'

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

নিম্নোক্ত দোয়াটি একশতবার

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

(O my Lord! Everything serves You. So, O my Lord, protect me and help me and have mercy on me.)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir